ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 June, 2020 ■ আগরতলা, ৫ জুন, ২০২০ ইং ■ ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে নতুন ২৫ জনের নমুনা পজেটিভ

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারীকদের সাথে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। করোনার প্রতাপ আজ কিছুটা শান্ত হয়েছে। তবু ২৫ জন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান মিলেছে রাজ্যে। তাতে এখন পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৬৪৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারীকদের নিয়ে এদিন বৈঠক করেছেন।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইট করে জানান, এদিন ৮৭৫ টি নমুনা পরীক্ষায় ২৫ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তিনি জানান, তাদের বহিঃরাজ্য সফরের তথ্য রয়েছে।

এদিকে, রাজ্যে বর্তমানে করোনা সংক্রমিতের মধ্যে ১৭৩ জন সুস্থ হয়েছেন। বাকি ৪৭৪ জন করোনা সংক্রমিত সক্রিয় রয়েছেন। এর মধ্যে তিনজন রাজ্যের বাইরে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সকলকে নিরাপদ থাকার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গতকাল রাজ্যে ১৫১ জন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান মিলেছিল। তাতে জনমনে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

এদিকে, রাজ্যস্তরে গ্রামীণ এলাকায় করোনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা ও কোয়ারেন্টাইন পরিকাঠামো পরিদর্শন শেষে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিভিন্ন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেছেন। কথা বলেছেন গৃহ, কারা, দমকল ও সিভিল ডিফেন্সের আধিকারিকদের সঙ্গে। বৈঠকে তিনি রাজ্যের সর্বশেষ আইন-শৃঙ্খলাজনিত বিষয়েও খোঁজখবর নেন। আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট দফতর কী পদক্ষেপ নিয়েছে তারও পর্যালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

একই সাথে এদিন শিল্প ও বাণিজ্য দফতর, নগরোন্নয়ন, স্মার্ট সিটি, পূর্ত, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান এবং সাধারণ প্রশাসনের কাজকর্মের সমীক্ষা করেন তিনি।

বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে জানান, শিল্পক্ষেত্রে রাজ্য উন্নীত হচ্ছে। বর্তমান সরকার নতুন শিল্প স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এ-বিষয়ে এক পরিসংখ্যান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৮টি শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তা বাড়িয়ে ২০১৯-২০ সালে ৩১টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে ১০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তাতে ত্রিপুরায় যুব সম্প্রদায়ের কাজের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। তাই যুব সম্প্রদায়কে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরও জানান, পিএম কিষাণ সম্পদ যোজনার আওতায় ত্রিপুরায় চারটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ৩৫, ০২৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের আর্জি মতো ৫০ শতাংশ ভরতুকি দিতে কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পমন্ত্রক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে করোনায় মৃত্যু ৬,০৭৫ জনের, সংক্রমিত ২,১৬,৯১৯

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.)।। ভারতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না, কোনওভাবেই সংক্রমণ ও মৃত্যুতে রাশ টানা যাচ্ছে না। এক ধাক্কায় বৃহস্পতিবার ভারতে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯, ৩০৪। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ২৬০ জন করোনা-সংক্রমিত রোগীর, যা এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক।

বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬,০৭৫ এবং সংক্রমিত ২,১৬, ৯১৯ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১,০৪,১০৭ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২,১৬, ৯১৯ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১,০৬,৭৩৭)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬,০৭৫। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১, ০৪,১০৭ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৬,০৭৫ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৪ জনের, বিহারে ২৫ জনের, চণ্ডীগড়ে ৫ জন, ছত্তিশগড়ে দু’’জন, দিল্লিতে ৬০৬ জনের, গুজরাটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত-অস্ট্রেলিয়া সম্পর্ক আরও মজবুত করার এটাই সঠিক সময় ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.)।। করোনা-পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথমবারের মতো ”ভার্চুয়াল সামিট”-এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করোনা-সঙ্কট, দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক-সহ অন্যান্য বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করোনার জেরে ভারত সফরে আসতে পারেননি মরিসন, এই কারণে দুই দেশই ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনের জন্য সম্মত হয়। এই প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী কোনও ভার্চুয়াল দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন। এই বৈঠক ভারত-অস্ট্রেলিয়ার সুসম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছে বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

ভার্চুয়াল বৈঠকে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের প্রসঙ্গে বিস্তৃত কাঠামো পর্যালোচনা করার পাশাপাশি করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে দুই দেশের পরিস্থিতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খাবার নিয়ে ত্রুটি থাকবে না করোনা আক্রান্ত রোগীদের আশ্বস্ত করলেন প্রতীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। খাবার নিয়ে অসন্তোষের জেরে গতকাল রাতে ভগৎ সিং যুব আবাসে করোনা আক্রান্ত রোগীরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন তারা। আজ পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখে এখন থেকে রোগীদের খাবার সরবরাহে কোনও ত্রুটি থাকবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তাঁর দাবি, ভুল বোঝাবুঝির কারণেই ওই অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। ভবিষ্যতে এমন কোনও অভিযোগ ওঠার সুযোগ দেওয়া হবে না।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন ধরে খাবারের গুনমান নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছিলেন ভগৎ সিং যুব আবাসে চিকিৎসাধীন করোনা রোগীরা। বুধবার রাতে তাদের মধ্যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কয়েকজন রোগী রেগে খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। অভিযোগ, তাঁরা চিকিৎসা কর্মীদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য ভাষায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যে নিয়মরক্ষায় পালন হবে জগন্নাথের স্নানযাত্রা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। করোনা-র প্রকোপে এ বছর জগন্নাথের স্নানযাত্রা হবে নিয়ম রক্ষা মাত্র। শুধু তা-ই নয়, জগন্নাথের রথযাত্রাও মহা ধুমধামের সাথে পালিত হবে না। আজ বৃহস্পতিবার আগরতলায় শ্রীশ্রী জগন্নাথজিউ মন্দির কমিটির সম্পাদক ভক্তিকমল মহারাজ এ-কথা জানিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেছেন, জনসাধারণের জন্য মন্দির খুলে দেওয়া হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু আজ থেকে পুনরায় মন্দির জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে। কারণ, মন্দির খোলা থাকলে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় থাকে না।

এদিন মন্দির কমিটির সম্পাদক জানান, করোনা-র প্রকোপে আমরা মঠবাসী কেউই মন্দিরের বাইরে সচরাচর যাচ্ছি না। বিশেষ প্রয়োজনে দুয়েকজন বাইরে যান। তাঁর কথায়, অন্যান্য বছরের ন্যায় জগন্নাথের স্নানযাত্রা কেবল নিয়ম রক্ষায় হবে। আমরা সকলে মাস্ক, গ্লাভসপরে স্নানযাত্রায় অংশ নেব। তাতে, জনসাধারণের অংশগ্রহণ হবে না। তিনি জানান, শীর্ষ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনেই এই আয়োজন করা হচ্ছে। দেশের অন্য প্রান্তেও একইভাবে পালিত হবে।

তিনি বলেন, জগন্নাথের রথযাত্রাও হবে নিয়ম রক্ষার জন্য। কোনও অনাড়ম্বর আয়োজন হবে না এ-বছর। তাঁর কথায়, অন্যান্য বছর মেলা বসে মন্দিরের সম্মুখে। এ-বছর মেলা বসবে না। সাথে তিনি যোগ করেন, জনসাধারণের জন্য মন্দির খুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাঁপানিয়ায় তৈরি ৪০০ শয্যার কোভিড কেয়ার সেন্টার, স্থানান্তর পাঁচ করোনা রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। হাঁপানিয়া মেলা প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী হল-এ করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় ৪০০ শয্যার কোভিড কেয়ার সেন্টার তৈরি হয়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার পাঁচ রোগীকে সেখানে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় বর্তমানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৪৪৯ জন করোনা আক্রান্ত সক্রিয়। ফলে চিকিৎসার জন্য শয্যা বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। ত্রিপুরায় বর্তমানে আগরতলার জিবি হাসপাতালে ১০০ শয্যা, আইজিএম হাসপাতালে ৩০ শয্যা, বিএসএফ-এর হাসপাতালে ৩৫ শয্যা, ভগৎ সিং যুব আবাসে ৩০০ শয্যা এবং এখন নব সংযোজন হাঁপানিয়ায় ৪০০ শয্যাবিশিষ্ট কোভিড কেয়ার সেন্টার করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ টুইট বার্তায় বলেন, ত্রিপুরা শিল্পোদ্যোগ নিগম এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় হাঁপানিয়া মেলা প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী হল-এ ৪০০ শয্যার কোভিড কেয়ার সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। এটি ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও স্বাস্থ্য দফতরের তদারকিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে পাঁচজন করোনা আক্রান্ত রোগীকে সেখানে স্থানান্তর করা হয়েছে।

স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে ধৃত পলাতক স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। আমতলি থানাধীন ডুকলি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় স্ত্রীকে নৃশংস খুনের মামলায় অবশেষে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল অভিযুক্ত স্বামী মানিক গোপ। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধর্মনগর অফিস টিলা এলাকা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার ওসি মিলন দত্তের নেতৃত্বে পুলিশ গোপন ডেরা থেকে অভিযুক্তকে জালে তুলতে সক্ষম হয়। যথারীতি গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। এরপর সেখানে আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ধৃত ব্যক্তিকে আমতলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, গত ১ জুলাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিয়ের পিঁড়িতে বসে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বরের, পাঁচদিন লড়াইয়ের পর প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৪ জুন।। বিয়ের মাঙ্গলিক কাজ প্রায় সমাপ্ত। ঘরে গিয়ে পাশা খেলা বাকি। কিন্তু, ঠিক ওই সময়েই নব পরিণিতার মাথায় বজ্রপাত হয়। স্বামীর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন চিকিৎসকরা। কিন্তু, বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে অকালে ঝরে গেল প্রাণ। সদ্য বিবাহিত সাজু দাস আজ প্রয়াত হয়েছেন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া রামঠাকুর পাড়ার শচীন্দ্র দাসের তৃতীয় পুত্র সাজু দাস গত রবিবার নতুন জীবনের সূচনায় বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। জীবন সঙ্গীকে নিয়ে আর বাড়ি ফেরা হলো না তার। বিয়ের পিঁড়িতে বসে মাঝপথেই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিলোনিয়ার গাবুরাছড়া বিয়ে বাড়ি থেকে প্রথমে মাইছড়া প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁর অবস্থা দেখে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাই তাঁর উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সাজুর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে চিকিৎসকরা তাঁকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু আজ সকালে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

তিনি পেশায় মৎসজীবী ছিলেন। তাঁর বড় ভাই বলেন, রোগ নিয়ে ভীষণ উদাসীন ছিলেন সাজু। কখনওই চিকিৎসকদের কাছে যেতেন না। ফলে, তাঁর রোগ এতটা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে আমরা কেউ আঁচ করতে পারিনি। এদিকে, মেয়ের বাড়িতে এখন গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা হয়েছে নাকি তার সিঁথির সিঁদুর মুছেছে, সেটাই বুঝতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা।

আগরতলা-কলকাতা রুটে বিমান পরিষেবা স্থগিত করছে এয়ার এশিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। আগরতলা-কলকাতা রুটে বিমান পরিষেবা স্থগিত করতে চলেছে এয়ার এশিয়া। করোনা পরিস্থিতিতে যাত্রী অপ্রতুলতার জন্যই সম্ভবত এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বিমান সংস্থাটি। আগামী ৭ জুন থেকে আগরতলা-কলকাতা রুটে টিকিট বুকিং বন্ধ করা হয়েছে।

বিমানবন্দর সূত্রের খবর, আগামী ৬ জুন পর্যন্ত এয়ার এশিয়া-র বিমান আগরতলা-কলকাতা রুটে যাতায়াত করবে। ৭ জুন থেকে তারা পরিষেবা স্থগিত রাখবে। সূত্রটির আরও খবর, আজ (বৃহস্পতিবার) আগরতলায় ৯০ জন যাত্রী নিয়ে এয়ার এশিয়া-র বিমান কলকাতা থেকে এসেছে। তেমনি, আগরতলা থেকে মাত্র ৩০ জন যাত্রী নিয়ে বিমান কলকাতার উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে পরিষেবা স্থগিত রাখার জন্য অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের দাবি, ইন্ডিগো বিমান সংস্থাও সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে। তেমনি, এয়ার ইন্ডিয়া সপ্তাহে ছয়দিনের বদলে সাপ্তাহিক পরিষেবার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। এক্ষেত্রেও পরিচালন ব্যয় বহন করে ক্ষতির মুখ দেখতে হচ্ছে বিমান সংস্থাকে, এমনটাই দাবি সূত্রের। অবশ্য করোনা-র প্রকোপে এই হাল হয়েছে, তা অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই। এই পরিস্থিতি কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে, তা কেউ অনুমান করতে পারছে না। তাতে সবচেয়ে চিন্তিত বিমান সংস্থায় কর্মরত কর্মীরা। কারণ, পরিষেবা অনিশ্চিত হয়ে গেলে তাঁদের চাকরিতে কোপ পড়তে পারে, সেই আশঙ্কায় ভুগছেন অনেকেই।

ফের পাহাড় লাইনে ধস রেলে বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরা

হাফলং, ৪ জুন (হি.স.)।। লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে ধস নেমে গত চারদিন থেকে রেলপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দক্ষিণ অসম সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরা, মণিপুর ও মিজোরাম। কবে নাগাদ রেলপথ পুনরায় সচল হয়ে উঠবে এ নিয়ে রয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। এক নাগাড়ে বৃষ্টির দরুন গত সোমবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ মুপা ও মাইবাঙের মধ্যবর্তী স্থানের ৫৭/০, ৫৭/২ কিলোমিটার অংশে ৮০ মিটার এলাকা জুড়ে রেলওয়ে ট্র্যাকের নীচ থেকে মাটি সম্পূর্ণ খসে গেছে।

তাছাড়া ওই এলাকায় ২০০ মিটার এলাকা জুড়ে রেলওয়ে ট্র্যাকও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমানে ভয়ঙ্কর অবস্থায় রয়েছে মুপা মাইবাঙের মধ্যবর্তী ৫৭/০ এবং ৫৭/২ কিলোমিটার অংশ। ওই অংশে কাজ করতে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে রেল কর্মী ও ঠিকাদার সংস্থাকে। কারণ প্রচণ্ড কাদামাটির মধ্যে রেল কর্মীদের পা রাখাই কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে বুধবার ভোর রাতে লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথের ফাইডিং ও দাওটুহাজার মধ্যবর্তী ৭৫ কিলোমিটার অংশে টানেলের পাশে পাহাড় ধসে ভেঙে পড়েছে গার্ডওয়াল। রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর জলকাদা এসে পড়েছে। তাছাড়া মাইগ্রেনডিসায় রেলওয়ে ট্র্যাক ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও বৃষ্টির জল পাহাড় থেকে নেমে আসায় গার্ডওয়াল সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে ট্র্যাকের পাশের মাটি সরে গেছে।

রেলকর্মীরা পাহাড় লাইনের ধস বিধ্বস্ত এলাকায় যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে রেলপথ থেকে মাটি সরানো সহ রেলপথ মেরামতির কাজ চালিয়ে গেলেও বৃষ্টি কাজে বাধার সৃষ্টি করছে বলে রেল সূত্রে জানা গেছে। কবে নাগাদ পাহাড় লাইনে রেল চলাচল শুরু হবে এ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিলেও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ আগামী সাত দিনের মধ্যে রেলপথটি সচল করে তোলার লক্ষ্যে দিনরাত এক করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে বর্তমানে যা পরিস্থিতি, এতে রেলপথ সচল করে তুলতে হয়ত সাত দিনের বেশি সময় লেগে যেতে পারে।

এদিকে কোভিড ১৯ অতিমারির মধ্যে প্রকৃতি রুদ্রমূর্তি ধারণ করায় এবার লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথে ধস নেমে অনির্দিষ্টকালের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ায় বরাক উপত্যকার তিন জেলা সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরামে খাদ্য সামগ্রীর সঙ্কট দেখা দিতে পারে বলে বিভিন্ন মহল থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৩২ ◘ ৫ জুন ২০২০ ইং ◘ ২২ জ্যৈষ্ঠ ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশে করোনা উর্দ্ধমুখী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হইয়া গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে ৩৭ জন মারা গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত করোনায় বাংলাদেশে মারা গিয়াছে ৭৪৬ জন। ইহা ছাড়া দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫ হাজার ছাড়াইয়াছে। বর্তমানে এই ভাইরাসে ৫৫ হাজার ১৪০ জন রোগী রহিয়াছেন। বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে গেলে সরকার আবার ছুটিতে ফিরিয়া যাইবে। করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িবার আশংকার মধ্যেই টানা ৬৬ দিনে ছুটি শেষে গত ৩১ মে হইতে ১৫ জুন পর্য্যন্ত বিভিন্ন নির্দেশনামা সাপেক্ষে সীমিত পরিসর বেসরকারী অফিস খুলিয়া দেওয়া হয়। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া গণপরিবহণও চালু হয়। কিন্তু, করোনা পরিস্থিতির উন্নতি নাই। সংক্রমণ যাহাতে না বাড়ে তাহার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া সত্বেও তেমন সাফল্য মিলিতেছে না। বাংলাদেশে ক্রমেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। সরকারের যেসব সিদ্ধান্ত নিয়াছে তাহা অনেকটাই ঢিলেঢালা। তেমন কঠোর ব্যবস্থা নাই। বাংলাদেশ সরকার প্রতিবেশী দেশের গৃহীত করোনা মোকাবেলার ঘটনাকে কোনও আমল দিতেছে না। এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ বাড়িয়াছে ভরত সহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে।

বাংলাদেশ ভারতের নিকট প্রতিবেশী। গোপনে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশী নাগরিকরা এপাড়ে যাওয়া আসা করেন। শহর আগরতলার ক্যাম্পের বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাংলাদেশের মাছ ও সবজিতে ভরিয়া থাকে। বিএসএফ এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়াই নাকি কেল্লা ফতে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কাঁটা তারের বেড়া থাকিলেও অনুপ্রবেশ চলে অনবরত। ফলে, বাংলাদেশের নাগরিকদের পক্ষে এদেশের সুস্থ জীবনে আঘাত আসিবার সম্ভাবনা বেশী। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে করোনা ছোঁয়াছের সম্ভাবনা অনেক বেশী। ত্রিপুরা ছোট্ট পার্বত্য রাজ্য। বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ের প্রভাব সরাসরি পড়িতে বাধ্য। বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার মধ্যে আত্মিক সম্পর্কতো মুছিয়া ফেলিবার নয়। গোপনে চোরাই পথে এপাড় ওপাড় যাতায়াত তো প্রতিনিয়ত চলিতেছে। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক বিশেষ বেআইনী পথে ব্যবসার জন্য ভারতের বাজার অনেক বেশী উর্বর। প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের বিভিন্ন সামগ্রী গোপনে ভারতের বাজার দখল করিয়া রাখিয়াছে। বাংলাদেশী বহু শ্রমিক প্রতিনিয়ত ত্রিপুরায় আসা যাওয়া করিতেছে। বাংলাদেশের মাছ ত্রিপুরায় না আসিলে মৎস্যপিয়াসীরা হতাশায় ভুগেন। রাজ্যের মৎস্য বাজারে জোর আগুন। গরীব মানুষ এখন আর মাছ মুখে তুলিতে পারেন না। মাছের বাজারে আগুনের পিছনে বাংলাদেশ। এখন মাছ আসে কিন্তু, পরিমান কম।

এই যখন পরিস্থিতি, বাংলাদেশের উপর ত্রিপুরার নির্ভরতা অনেক ক্ষেত্রেই, সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই ত্রিপুরার মানুষের উদ্বেগ উৎকন্ঠা বাড়িবারই কথা। একথা সত্যি যে, বাংলাদেশে করোনা মোকাবেলায় কঠোর ব্যবস্থা নাই। অনেকটাই ঢিলেঢালা ভাবেই চলিতেছে। বাংলাদেশের মন্ত্রী বলিয়াছেন বাংলাদেশের মানুষ যদি বিধিনিষেধ না মানেন তাহা হইলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। সর্বনাশের পথে আগাইয়া সর্বনাশ রোধে ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন। গোঁড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মতো অবস্থা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিও ভয়াবহ। দুই বাংলার মানুষ যদি সজাগ সচেতন না হন, যদি সরকার কঠোর অবস্থান হইতে সরিয়া বসেন তাহা হইলে বিপদ কিন্তু পিছু ছাড়িবে না। করোনার ঝাপটায় গোটা বিশ্বই আজ লন্ডভন্ড। সেখানে বাংলাদেশকে সজাগ ও কঠোর অবস্থান নিতে না পারে তাহা হইলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হইতে বাধ্য।

করোনার চিকিৎসায় ‘অবহেলার’ দায়ে একসঙ্গে বরখাস্ত ২৬ চিকিৎসক

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.) : অভিযোগ, দুই মাস ধরে তাঁরা সরকারি বিধি মানছিলেন না। এমনকি করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসাতেও নাকি দেখাছিলেন চরম অবহেলা। তার জেরেই এবার নড়েচড়ে বসল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের অনুমতি সাপেক্ষে একসঙ্গে ২৬ জন চিকিৎসককে বরখাস্ত করা হল।

ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। এই ২৬ জনকে বরখাস্তের নোটিস ধরানন হাসপাতালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধান। রাজ্যের হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের একটানা ৭দিন কাজ ও পরের ৭দিন ছুটির নিয়ম প্রায় এক দেড় মাস আগেই লাগু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু তার পরও বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে অভিযোগ আসছিল অনেকেই এই নিয়ম মানছেন না। অভিযোগের মধ্যে শীর্ষে ছিল বাঁকুড়ার সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। সেই হাসপাতালেরই ২৬ জন হাউসস্টাফের বিরুদ্ধে বার বার এই ধরনের অভিযোগ উঠছিল।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে তাঁদের বার বার সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছিল যে এই ধরনের জিনিস দীর্ঘদিন মেনে নেওয়া হবে না। কিন্তু অভিযোগ তাতেও কর্ণপাত করেননি ওই চিকিৎসকেরা। এমনকি তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছিল করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসাও ঠিক মতন না করার। যদিও ওই চিকিৎসকেরা পালটা আন্দোলনে নামার ইঙ্গিত দিয়েছেন। গতকাল থেকেই তাঁরা হাসপাতালের ক্যাম্পাসেই বিক্ষোভ শুরু করেছেন। সেই সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও তাঁরাও পাল্টা একাধিক অভিযোগ তুলে ধরেছেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৬৮ বেড়ে পশ্চিমবঙ্গে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হল ৬৮৭৬ জন

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রতিদিনই প্রায় তিনশোর জনের বেশি করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬৮জন। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় ১০জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। সুস্থ হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বাড়ি গিয়েছেন ১৮৮জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭৫৩। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্যে দফতরের জারি করা বুলেটিনে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮৭৬ জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২৭৬৮জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৮৩জনের। অডিট কমিটির দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বাকি ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছিল কো মর্বিডিটির জন্য। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪০.২৫ শতাংশ সুস্থ হয়েছে।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৯হাজার ৬০৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২ লাখ ৪১হাজার ৮৩১টি। এখন রাজ্যে ৪২টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্ত বাস রয়েছেন ২০হাজার ৬৬২জন। সরকারি একান্ত বাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ৫৭হাজার ৯৪০জন। এখন বাড়িতে একান্ত বাসে রয়েছেন ১লাখ ৪৮হাজার ৩৫৯জন। বাড়িতে একান্তবাস শেষ হয়েছে, ৯৮হাজার ৬২২জনের। এদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে ১১ হাজার ২০৫ টি ইনস্টিটিউশনাল একান্তবাস বানানো হয়েছে। যেখানে রয়েছেন, ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬০০ জন। এখান থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৪০ হাজার ৯৮০ জন।গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে পাওয়া গিয়েছে ৯৪টি নতুন কেস। এখনও পর্যন্ত কলকাতা থেকে পাওয়া গেছে মোট ২৪৮৮টি কেস। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৬ জন্য সুস্থ হয়ে উঠছেন।

ত্রিপুরার বেকার সমস্যা ও সমাধানের উপায়

হরিগোপাল দেবনাথ

সুদূর অতীতে এই ভারত উপমহাদেশের নামই যখন ভারতবর্ষ হয়নি, তখনই এই ভূ-ভাগ পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষের ভরণ-পোষণ তথা গ্রাসাচ্ছাদন যোগাত। সংস্কৃত ভূ -ধাতুর মানে হচ্ছে ভরণ-পোষণ করা। আর ভৃ থেকে উদ্ভুত ভারত-কথাটির মানে হল---যে অন্যদের ভরণ-পোষণ করায় আর বর্ষ কথার মানে দেশ বা ভূ-ভাগ। তাহলে ‘ভারতবর্ষ’ যে এই দেশটার নামসংকিত হয়েছিল এর পেছনে যথেষ্ট তাৎপর্য ছিল বলতেই হবে। আমরা এখন নিজেরাই সংক্ষেপ করে ভারতবর্ষ না বলে বলছি ভারত। অর্থগতদিক থেকে বিচার করলে এই ‘ভারত’ কথাটি অর্থপূর্ণ হয় না বলেই দেশের নাম ভারতবর্ষ বলা সমীচীন---এটা পণ্ডিতদের অভিমত। অবশ্য ব্রিটিশরা এদেশে এসে তাদের মর্জিমত আর উচ্চারণের সুবিধার্থে নামকরণ করে দিয়েছে--- ইন্ডিয়া। আর আকজাল ‘ইন্ডিয়া’ শব্দটির জনপ্রিয়তা যে তুঙ্গে তো তা বলারই অপেক্ষা রাখে না। ‘হিন্দুস্থান শব্দটি কোনদিনই সমগ্র ভারতবর্ষকে বোঝাতে না বোঝাতে পারবেও না।

যাক এই ভারতবর্ষ আজ তার প্রাচীন ঐতিহ্য আর ঐশ্বর্য হারিয়ে যাবার ফলে ও দেশটার পূর্ব গৌরব ম্লান হতে হতে প্রায় বিকৃত রূপ ধরার উপক্রম যার ফলে বর্তমান আর বি আই এর গর্ভনরকে হুঁশিয়ারী জারি করতে হচ্ছে, দেশটার আর্থিক শোচনীয় অবস্থা অত্যাসন্ন বলে ।এছাড়া ১৩০ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষে প্রায় ৮ কোটি রয়েছেন কর্মহীন অবস্থায়। যাদের সমাজের বুকে আজ সাধারণ পরিচিতি “বেকার ” বলে। বেকার মানে হল“বে-কার” অর্থাৎ বে-অর্থে ‘নেই’ আর ‘কার’ মানে কার্য বা কাজ। তবে সোজা বাংলায় তাদের আমরা বা নিষ্কর্ম বলাটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হবে না, কারণ এই অভিধা-প্রাপ্ত ব্যক্তি বা কেউই অযোগ্য, অশিক্ষিত বা অসমর্থও নন। আর তাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী তারা কেউই নন—দায়ী যদি হতেই হয় তবে সম্পূর্ণ দায়ী হচ্ছে আমাদের দেশ তথা দেশের পরিচালক যন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তথা সরকার” অর্থাৎ দেশের প্রশাসন। উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর থেকে এই হৃত গৌরব মহান দেশটারই অঙ্গরাজ্য হল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য। বলতে দ্বিধা রেখেও লাভ নেই যে, ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক পরিকাঠামো অতি নড়বড়ে আর রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতিও শূন্যের একটু উপরে। রাজ্যের আর্থিক বাজেট যা হয়, তার ২০ শতাংশ অর্থ সংস্থানের যোগান দেবার মত ও নিজস্ব উৎস রাজ্য গড়ে তুলতে পারে নি। সে কারণেই রাজ্যটিকে “পশ্চাদপদ রাজ্য” বলে চিহ্নিত করা রয়েছে। রাজ্যটি পুরোপুরিভাবে কেন্দ্রীয় অনুদান নির্ভর। এরই প্রত্যক্ষ ফল, প্রায় ৩৮ লাখ মানুষের রাজ্যে প্রায় সাত লাখের ওপর আসল বেকার অর্থাৎ সামর্থ আর যোগ্যতা থাকা সত্বেও ওরা কর্মহীন। আর প্রায় দেড় লাকের মতন হবে যারা আজ সমাজের চোখে “বয়সোত্তীর্ণ” বলে পরিগণিত। অর্থাৎ এরা প্রত্যেকেই সমাজের সদস্য সদস্যা রাজ্য বা কেন্দ্রের খাতাপত্রে ভারতীয় নাগরিক—ওরা নির্বাচক তথা ভোটার অথচ এদের জন্য সমাজ কোন দায়িত্ব নিতে পারে নি, আর কোনদিন পারবেও না। এছাড়া , আরও সাত লাখের ওপর বেকাররা রয়েছেন, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রতিটি আর্থিক বছর পেরোলেই ওই বয়সোত্তীর্ণদের দলে চলে যান।

এরাজ্যের বেকার সংখ্যাটা আরও বেড়ে যাবে যদি প্রচ্ছন্ন বেকারদের চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারীদের আরও যারা রাজ্য সরকারের পূর্বতন নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে নিযুক্ত হওয়া ছাঁটাই কৃত ব্যক্তিদেরও এই গণনায় সামিল করি। আরেকটি বিষয় আমাদের ভারতে হচ্ছে যে ত্রিপুরার মত পশ্চাদপদ কেন্দ্রে অনুদান নির্ভর,নিজস্ব আয়ের উৎসহীন এক রাজ্যের পক্ষে এই বিশাল সংখ্যাক বেকারদের কর্মসংস্থানের সুরাহা করা বর্তমানের এই পরিকাঠামো অক্ষুন্ন রেখে কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব করে তোলা অনেকটাই ইউটোপিয়া-র মত মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবে প্রাউট দর্শনের নির্দেশমত যদি বর্তমান এই মাথাভারী পরিকঠামোর পরিবর্তন করে শুধু নয়, একেবারেই খোল্‌নলচে পাল্টে নতুন আদলে আবার সবকিছু ঢেলে সাজানো যায়, তাহলে অসম্ভবকে ও সম্ভবপর করে তোলা মানুষের সাধ্যির মধ্যে এসে যাবে---এটা আশা করাই যায়।

ত্রিপুরা মূলতঃ কৃষি ভিত্তিক রাজ্য। তাই কৃষি নিয়েই আমাদের পথচলাটা শুরু করতে যাচ্ছি। তারপর শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আলোচনাটি এগুতে থাকবে। তবে, এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রাউট-প্রবক্তার স্ব-মুখ থেকে কয়েকটি কথা শুনে নিন, আশা করছি আপনাদের মনোগ্রাহী হবে। তিনি বললেনঃ-“প্রাচীন হিন্দু বৌদ্ধ পাঠান মোগল এমনটি ব্রিটিশ আমলেও ত্রিপুরা ছিল অর্থনীতিতে স্বনির্ভর।

১৯৪৭ সালে বঙ্গ বিভাগের মাধ্যমে এই স্ব-নির্ভর অর্থনীতিতে স্বনির্ভর কুঠারাঘাত করা হল। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী ত্রিপুরার কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চলটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হল। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কাঠামোয় পার্বত্য ও অনুন্নত জঙ্গল অঞ্চল নিয়ে এখন ত্রিপুরা রাজ্যের পরিচিত লাভ করেছে যা আর্থিভাবে বিপর্যস্ত। স্বাধীনতার পর ত্রিপুরা অবহেলা, বঞ্চনা আর শোষণের শিকার হয়েছে। ভারতের পুঁজিবাদীদের স্বার্থে,ত্রিপুরাকে কেন্দ্রীয় সরকারের করুনার দানের ওপর নির্ভর করে বলতে হয়, তাই তার অস্তিত্বই বাঁচিয়ে রাখা সামস্যা। এখন ত্রিপুরার প্রায় লোকের চরম দারিদ্র্য রাজ্যের রাজনৈতিক হিংসা ত্রিপুরা জেনে বুঝে প্রোৎসাহিত করা হচ্ছে ও তা করা হয়েছে সেখানকার মানুষদের জাগ্রত রাজনৈতিক চেতনাকে রুখতে। ত্রিপুরার মানুষদের অনেক গা শিউরে ওঠা ও হিংস্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, এর কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের ষড়যন্ত্র। ত্রিপুরার আজকের যে পরিস্থিতি তা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালী বিরোধী নীতি আর কম্যুনিষ্টদের রাষ্ট্রবিরোধী তথা বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রের পরিণতি। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ “ ত্রিপুরায় বর্তমান আর্থিকও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের খুবই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে কেননা এই রাজ্যে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। ত্রিপুরার ভূ-চিত্র ধিক যেন একটা বড় গামলার মত— বাইরের সীমানা ভেতরের অংশ থেকে উঁচু । এদিক থেকে এর ভৌগোলিক চোহারা আয়ারল্যান্ডের মত। দু’য়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এ ত্রিপুরার পাহাড় আর মাটির নীচেকার কঠিন ভূ-স্তর গ্রেনাইট দিয়ে তৈরি,তাই ত্রিপুরা জমি পাথুরের কিন্তু আয়রল্যাণ্ড তা নয় প্রাচীনকালে ত্রিপুরার মধ্যাংশে বিশাল জঙ্গলগুলি হাতী অগর গণ্ডারে ভরা ছিল। রাজ্যের রাজধানী সহ অন্যান্য শহর আর কৃষিজমি ছিল জঙ্গলের চারপাশে বাইরের সীমানায় মধ্যংশের মাটি বাজুবাদাম, আনারস আর কলা চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। সাধারণভাবে ত্রিপুরার সর্বত্র গ্রানাইট পাথরের সঙ্গে সংলগ্ন মাটি এঁটুলে মাটি, যা কৃ,রি পক্ষে আদর্শ বিশের করে কমলালেবুর জন্য। ত্রিপুরার সামান্তে বাংলাদেশ সংলগ্ন অঞ্চল বৃষ্টিছায়া অঞ্চল। তাই ত্রিপুরা কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর।”

উল্লেখ্য যে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর পূর্বে বার্মা থেকে আগত মঙ্গোলীয় ও বোড়া ভাষা গোষ্ঠী ভুক্ত ‘তিপ্রা’ উপজাতির লোকেরা লাঙলের সাহায্যে চাষবাদ জানতেন না। তারা ছিলেন মূলতঃ জুমিয়া-পাহাড়ের টিলাজমিত জুমচাষই ছিল তাদের কৃষিকাজ। তাই, সেই উপজাতি সর্দারদের উত্তর পুরুষ রত্নফা যখন রত্নমাণিক্য নাম নিয়ে ১৮৬৪ খ্রী, তৎকালীন বাংলার সুলতান রুক্‌ন উদ্‌দীন বারবক শাহের সহায়তায় সর্বপ্রথম ত্রিপুরার রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসেন, তখনই তিনি সুলতানের কাছে চেয়ে দশ হাজার বাঙালীকে এখানে পার্বত্য ত্রিপুরায় নিয়ে আসেন, যাদের অধিকাংশ ছিলেন কৃষজীবী আর বাকীরা শিক্ষিত যারা রাজ পরিষদবর্গ হিসেবে নিযুক্ত হন। রত্নমানিক্যের উদেদেশ্য ছিল নদী মাতৃক সভ্যতায় গড়ে ওঠা বাংলার চাষিদেরঅনুসরণ করে আরণ্যকে সভ্যতার জুমচাষিরাও লাঙল চাষে অব্যস্ত হয়ে উঠবেন। কিন্তু রাজার ও তাঁর ও পরবর্তী রাজাদের সেই কামনা পুরোপুরি ভাবে ফলপ্রসূ হয়ে উঠে নি বলেই, অবৈজ্ঞানিক জুমচাষে ত্রিপুরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

ত্রিপুরা পাহাড়ী নদীগুলি ছাড়াও অসংখ্য ছড়া সমূহ রাজ্যের সর্বত্র মাকড়সার জালের মতই ছড়িয়ে রয়েছে। যদি রাজন্য আমলে রাজাদের কিংবা পরবর্তী গণতান্ত্রিক আমলে রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আর বারতের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনীতিকদের সদভাবনা, সদিচ্ছা, দূরদর্শিতা ও পরিকল্পনা মত রাজ্যকে গড়ে তুলবার আংশিক কর্মোদ্য মত্ত থাকত, তাহলে এত বিপুল সম্ভাবনা ও উপযুক্ত পরিবেশ থাকা সত্বে আজ ত্রিপুরাকে এত দুর্দিন দেখতে হতনা। নদী ছাড়াগুলিকে কাজে লাগিয়ে সেচ ব্যবস্থা উন্নত হলে ত্রিপুরার জমি মানুষকে অবশ্যই খাদ্যের যোগান শুধু দেওয়া নয়, অতিরিক্ত পরিমাণে বিভিন্ন ফসলের যোগান দিয়ে ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধই রাখতে পারত এমন কি খাদ্য সম্ভারে ত্রিপুরা ‘উদ্ধৃত অঞ্চলও হয়ে উঠত।

যা হোক, আজকের আলোচনায় আমরা প্রথমেই বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যর চাষবাস সম্পর্কে বলে নিই, তারপর অন্যান্য অর্থকরী ফসলের কথা বলা যাবে। প্রাউট-প্রবক্তা শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকারের ভাষায়, গ্রানাইট পাথরে মাটরি জন্য ত্রিপুরায় আমন ধান খুব ভাল না ফললেও আউশ ধান বালহবে। ত্রিপুরা মাটিতে আউশ আমন ও বোঝা---তিন ধরনের দানের চাষই চলবে। আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ও বৈজ্ঞানিক পশুতিতে বছরে চারটে ফসল তোলা যায়। এমনিতে ১২০ দিনে ধানের একটি ফসল উঠে। কিন্তু আধুনিক প্রচেষ্ট মেনে নিলে আরও কম সময়ে ফসল পাওয়া সম্ভব। তবে ত্রিপুরায় এত খাদ্যভাব থাকা সত্ত্বেও কোন কোন অঞ্চলে বছরে মাত্র একবার বড় জোর দুবার ধানের চাষ হতে দেখা যায় তাই, বলতে হচ্ছে যে আমাদের চাষি ভাইদের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে প্রত্যেক জমিতেই বছরে চারটে ফসল ফলাবার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। ধান চাষে ও যে জমিতে জলসেচের সুবিধে কম সেখানে গম,ভুট্টা,কাউন ইত্যাদির চাষও চলতে পারে। এযুগে ধান থেকে চাল করে খাদ্যের যোগানটাই বড় নয়। ধানের খড় দিয়ে ঘরের ওপরে ছাওয়ার কাজ চলে ও খোলা, চাল , কুড়া থেকে কৃষি নির্ভর শিল্পের মাধ্যমে নানা রকমের ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরি করা যায়, যা থেকে আর্থাগমের সুযোগ রয়েছে। (পরবর্তী আরেকটি নিবন্ধে আমরা শিল্প নিয়ে আলোচনা রাখব।)

ধানচাষের তৈলবীজের কথায় আসছি। তৈলবীজ চাষের ক্ষেত্রে সরষে শোদা, লাল ও বাই তিন রকমের), তিল শোদা, কালো ও লাল ৩ রকমের) তিনি সূর্যমুখী ইত্যাদি চাষের জন্যে ত্রিপুরার মাটি উপাদের। জুমিয়ারা ও টিলাজমিতে তিলের চাষ করছে। সরষে, তিল ইত্যাদির খোসা খইল হিসেবে গোখাদ্য। এছাড়াও তৈলবীজগুলোর ওষধি গুণ রয়েছে।

ভাল জাতীয় শষ্য হিসেবে মুগ, মুসুর, মাষকলাই বা বিরিকলাই, অড়হর, মটর, ইত্যাদির চাষ চলবে।

আউশ ধানের পরে জমিতে লঙ্কার চাষ হতে পারে, যে জমিতে জল জমেনা। লঙ্কা একটি অর্থ করী ফসল ও বাংলাদেশে এর প্রচুর চাহিদাও রয়েছে তদ্রুপ লঙ্কার পরেই আরেকটি প্রভৃত অর্থকারী ফসল হচ্ছে আলু, যার ফলন ত্রিপুরায় খুবই ভাল। বর্তমানে টিপিএস আলুবীদের খুবই কদর এটি ত্রিপুরারই উদ্ভাবন। ত্রিপুরায় উৎপন্ন আলু সরবরাহ করা যেতে পারে পার্শ্ববর্তী অসম রাজ্যেও তা থেকে অর্থ আসবে ।এছাড়া আলু থেকে শিল্পজাত আরও বিভিন্ন পণ্য পাওয়া যায়—পটেটো চীপ তাদের অন্যতম। আলু ছাড়াও আরেকটি অর্থকরী ফসল ত্রিপুরার মাটিতে ভাল ফলন দেবে—সেটি হচ্ছে আদা সাদা, কালো হলদে---তিন রকমের আদা চাষের জন্য ত্রিপুরার মাটি খুব উর্বর। কালো হলদে আদা খুবই মূল্যবান জিনিস।

ত্রিপুরার টিলাভূমিতে জমিয়ারা কার্পাসের চাষ করত। তাদের উৎপন্ন কার্পাস থেকে তকলি সূতো বানিয়ে তা দিয়ে তাদের ঘরে হাতে বোনা কাপড় পুরুষও নারীরা ব্যবহার করত। আজকাল তা কমে গেছে ত্রিপুরার মাটিতে গাছ র্কাপাস ও চাষ কার্পাস দুটোই ফলানো সম্ভব। পূর্বে ত্রিপুরায় প্রচুর পরিমাণে পাটচাষ ও হত। সমতল জমিতে বটম ও বগি পাট আর টিলাজুমিতে জুমিয়ারা মেস্তা পাটের চাষ করত। পাট রপ্তানী করে ত্রিপুরায় অর্থ আমদানী হত। রাজনৈতিক চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্রে পাট চাষ ত্রিপুরায় মার খেয়েছে। একই কায়দায় মার খাচ্ছেন এ রাজ্যের রবার চাষি, ইক্ষু চাষি। আনারস চাষি, এমকি চা-উৎপাদন কারীরাও। প্রমানিত হয়েছে যে, ত্রিপুরার চা,কফি ও রবার মোটামুটিভাবে উৎকৃষ্ট মানের। কিন্তু রাজ্যে শিল্পোদ্যোগের অভাবে প্রক্রিয়াকরেণর বন্দোবস্ত নেই বলেই ত্রিপুরায় পাট,কার্পাস,তুত রেশম, চা, কফি রবার আনারস, কমলালেবু ইত্যাদির। চাষবাস থেকে উৎপাদের উদ্যম হারিয়ে য়াচ্ছে। যদি রাজ্যে এসবের প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, তাহলে এদের প্রতিটি বস্তুতেই ত্রিপুরার মানুষের মুখে হাসি ফুটবেই। উনকোটি জেলার ৮ মাইলের সন্নিকটে নালকাটা ন্যারামেক এর পাইন আপেল জুম বাজারে সুনাম পেয়েছিল। কিন্তু নোংরা রাজনীতির কারণেই আজতা বন্ধ হয়ে জঙ্গলে ছেড়ে গেছে। এজন্যেই মূলতঃ মারখাচ্ছে ত্রিপুরার লেবু কমলালেবু, আনারস, কাঁঠাল ইত্যাদি অর্থকরী ফসল চাষ।

ত্রিপুরার মাটি বালজাতের কচু, লাউ, মিষ্টি কুমোড়, মূলো ইত্যাদির চা,রে পক্ষে যথেষ্ট উর্বর। কিন্তু কয়েকটি কারণে চাষিরা মারখাচ্ছেন বলে তারা উদ্যমহারা। নেহাৎ বাঁচার তাদগীদেই চাষ বাস নিয়ে পড়ে আছেন। অথচ জীবীকা নয়। রাজ্যের মসৃদ্ধি বাড়াবার জন্যেও যে কৃষি কর্ম একটি উন্নত ব্যবস্তা, সেকথা এ রাজ্যের কর্ষক ভাইয়েরা ভুলেই বসে আছেন। আর এজন্যে প্রধান দায়ী রাজ্য সরকারও তার প্রশাসন। সরকারের রং পাল্টায়, কিন্তু রূপ পাল্টায় না---নাম পারিচয় বদলালেও স্বভারগুণ বদলাচ্ছেনা। দুয়েকটি নমুনা দেখাচ্ছি-ঃ (১) জলসেচের সুবিধা পাচ্ছে ন এখনও রাজ্যের মাত্র ৪০ শতাংশ অগ্রবাদী জমি। (২) হিমঘরের অভাবে সারা রাজ্য জুড়েই চাষিদের মার খেতে হচ্ছে। ফসল যখন উঠতে শুরু করে, তখন পাইকার, করে প্রভৃতি মধ্যসত্বভোগীদের হাতে স্বল্পদামে চাষিরা তাদের রক্ত জল করা ফসল তুলে দিতে হয়। হিমঘরের অভাবে, অখত হাতে তাদের উৎপাদন খরচও উঠে আসেনা এর পেছনে গবীর রাজনীতি যে নেই তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না। কেন না, রাজ্যের যদি ঘুচই যায়, দল বাঁধার মিছিলে লোক পাওয়া যাবে না, আর রাজ্যে বিভেদের রাজনীতিও মারখাবে। এই গঁড়াকলেই চাষিদের দফা রফা।

প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারত

শোভনলাল চক্রবর্তী

বিজেপির বর্ষপূতিতে, পড়ুন প্রধানমন্ত্রীর ভারসাপূর্তিতে, কতিপয় বাচালপাত্র মিত্র, উচ্চবিত্ত, মালকিপক্ষ এবং গোদি সংবাদমাধ্যমের দু-চার জন ছাড়া আজ এমন কোনও শ্রেণির লোক ভূ-ভারতে খুঁজে পাওয়া মুশকিল, যিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দাঁড়িয়ে বুক বাজিয়ে বলতে পারবেন যে, নরেন্দ্র মোদি ভারতে করোনা উত্তর এবং পূর্ব কালে সঠিক দিশায় চালিত করেছেন। মোদির দলের লোকেরাও আজ সে কথা বলার আগে দু’বার ভাববেন, ব্যতিক্রম অমিত শাহ, পীযুষ গোয়েল, সম্বিৎ বাটরা সহ হাতে গোনা দু-একজন, যাঁরা কথা বলার জন্য অন্য কথা বলেন, সে কথায় কোনও মানে থাকে না। করোনা নিয়ে কেলেঙ্কারি বাদ দিন। অর্থনীতি নিয়ে মোদি যে জট পাকিয়েছেন, তা খুলতে কত সময় লাগবে, সেটা এখন মা গঙ্গাই জানেন। করোনা ঠেকাতে ঠিক কী করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি? উত্তর কেন লকডাউন, অন্যদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঢল। এটা বিজেপির চেনা, খেলা, চোরকে বলা চুরি করতে, আর গৃহস্থকে বলা সাবধানে থাকতে। লকডাউন করা কেন? প্রধান উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক মানুষকে পরীক্ষা করা। কোথায় সে সব। তার বদলে সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত কাঁসর ঘমটা বাজানো এবং প্রদীপ জ্বালানো হলো। আর হ্যাঁ, ভারতীয় বায়ু সেনাকে দিয়ে ফুলের পাপড়ি ছড়ানো, করোনা যোদ্ধাদের উপর। বায়ু সেনা যেন সরকারি সম্পত্তি। করদাতাদের টাকায় মোদির ‘ভুবনে’ যখন ‘ফুলের মেলা, ’ তখন করোনা যোদ্ধারা ‘সাহরায়’ কাঁদছেন। পোশাক নেই, পরিকাঠামো নেই, পরীক্ষার কিট নেই, শুধু নেই আর নেই। চিকিৎসকদের অবস্থা ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সরদার। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এসবই অত্যন্ত সস্তা চকম। রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা বৌদ্ধিক অভিমুখ এসবের কোনওটাই উপরিউক্ত কর্মসূতিগুলিতে নেই। জাদুকর যেন জাদুকাঠি হারিয়ে এখন দিশেহারা। করোনা যুদ্ধে তাই দেশ বর্মহীন। তবে এসবরে পিছনে একটি বড় উদ্দেশ্য হচেছে একজন পিছনে একটি বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন মার্ঝারি উচ্চতার মানুষকে (পড়ুন প্রধানমন্ত্রীকে) অনেক উঁচু দেখানোর প্রয়াস। সেখানো যে তিনি একজন চিন্তক, এবং নতুন তাই উঁচি দিয়ার পাশে দক্ষিণ ভারতীয় কায়দায় ধুতি পরে দাঁড়িয়ে দিয়ে তিনি কি দক্ষিণ ভারতীয়েদের প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করলেন? বিনা নোটিশে লকডাউন চালু করে, (এটা) আমাদের প্রধানমন্ত্রী বড় প্রিয় এমন ছিনিমিনি খেলা হত না। যখন লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় হাঁটছেন তখন প্রধানমন্ত্রী চোখ বুঁজে বসে রইলেন। শুধু নীচের তলার আধিকারিকরা নিত্যনতুন নির্দেশনামা জারি করে ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে

সমস্ত উদ্ভাবনের উৎস। এদিকে কি কাঁসর ঘণ্টা বাজানো, কি প্রদীপ জ্বালানো, কি চিকিৎসকদের উপর পুষ্পবৃষ্টি, সবকটি ধারণাই বিদেশ থেকে চুরি করা। পোজ দিতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এবারও খেলা, জুমলা, দেশের মানুষকে চমকে দাও) ঠিক যেমনটা নোটবন্দির সময় হয়েছিল, তেমনই এবারও দেখা গেল যে কোনও অগ্রপশ্চাৎ পরিকল্পনা ছিল না। থাকলে ৪০০ মিলিয়ন পরিযায়ী শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে তুললেন। শেষে শীর্ষ আদালতের কানমলা খেয়ে খানিকটা ঠেলায় পড়ে শ্রমিকদের জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা হল, যাক অব্যবস্থা বলা বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্র এই মানুষগুলিকে কী চোখে দেখে, তা আমরা বুঝতে পারলাম।, আমাদেরও যে এই চোখেই দেখা হয়, সেটা যাঁরা এখনও বোঝাননি, তাঁরা তাড়াতাড়ি বুঝে নিনন। খাদে পড়লে কেউ নেই, আপনার জন্য। যেটা সবচেয়ে দৃষ্টিকটু তা হলস ারা দুনিয়া কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিকের প্রতি ভারতের এই দুর্ব্যবহার দেখল। সারা দুনিয়ার টেলিভিশ চ্যানেলে দেখা গেছে রেললাইনে ছিন্নভিন্ন শ্রমিকের দেহ, মৃত মায়ের শাড়ির আঁচল ধরে টানছে অবোধ শিশু। মোদির যে ইমেজ তাঁর প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছিল, যে তিনি এক নতুন ভারতে’র প্রধানমন্ত্রী সেই ইমেজ এখন ছেঁড়া পাপোষের মতো মাটিতে লুকিয়ে পড়েছে। আজ যেন মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ‘নতুন ভারত’ ও ‘বিপর্যস্ত ভারত’। ‘বিপর্যস্ত ভারতকে সারা পৃথিবীর মানুষ আজ দেখছেন। এর অভিঘাত পড়বে ভারতের সঙ্গে অন্য বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্কে। তারা যদি কাল ভারতকে অচ্ছুচ ভাবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। যেসব দেশের কাছে ‘নতুন ভারতে’র ছবি তুলে ধরা হয়েছিল , তাঁরা সত্যিটা জেনে গিয়েছেন। এরপর গরিব দেশগুলোর চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবে তো ভারত?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বৃহস্পতিবার সিপিএম পার্টি অফিসের সামনে সিপিএম কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ছবি- নিজস্ব।

ডিমা হাসাওয়ে ৩৪ জন করোনা-আক্রান্ত, বৃহস্পতিবার সাতজনকে হাসপাতাল থেকে মুক্তি

হাফলং (অসম), ৪ জুন (হি.স.) : রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বুধবার রাত সাড়ে নয়টায় ট্যুইট করে সরকারিভাবে জানিয়েছিলেন ডিমা হাসাও জেলায় নতুন করে ৩০ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ঠিক তার আগে বুধবার বিকেল চারটা নাগাদ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীনস্থ স্বাস্থ্য বিভাগের ইএম স্যামুয়েল সাংসন সরকারিভাবে জানিয়েছিলেন ডিমা হাসাও জেলায় নতুন করে ৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

কিন্তু বুধবার রাতেই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতাল থেকে ডিমা হাসাও জেলায় নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মোট ২৬ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। আর এতেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তবে বৃহস্পতিবার ডিমা হাসাও জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, এখন পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় মোট ৩৪ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

এদের মধ্যে বৃহস্পতিবার ৭ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় করোনা টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাই বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সিইএম নন্দিতা গারলোসা, ইএম স্যামুয়েল সাংসন, জেলাশাসক পল বরুয়া এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. দিপালী বর্মণের উপস্থিতিতে হাফলং সরকারি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই ৭ জনকে আগামী ১৪ দিন বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে।বর্তমানে ডিমা হাসাও জেলার ২৬ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে এবং ১ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় যে ৩৪ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এঁদের মধ্যে ৩৩ জনই চেন্নাই থেকে ফেরত এবং ১ জন আগরতলা থেকে এসেছেন। বুধবার যে ২৬ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের প্রমাণ পাওয়া গেছে এর মধ্যে হাফলং জয়শ্রী হোটেলের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ৫ জন, হাফলং এলিট হোটেল কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ১ জন, হাফলং লেকভিউ হোটেল কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ২ জন, শনটিলা জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ১২ জন এবং মাহুর সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ৬ জন করোনা। এই ২৬ জন আক্রান্তের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে।

কাছাড়ের বলেশ্বর পাথরকোয়ারি থেকে আটক ছয় বাংলাদেশির ঠাঁই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে

কাটিগড়া (অসম), ৪ জুন (হি.স.) : সমগ্র দেশ তথা রাজ্য যখন কোভিড-১৯ মহামারির সংক্রমণ থেকে পরিত্রাণের পথ পাওয়া যায়, তা নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় অসমের কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার বলেশ্বর পাথর কোয়ারিতে বুধবার বিকেলে ছয় বাংলাদেশিকে আটক করেছেন সেখানে নিয়োজিত শ্রমিকরা।

জানা গেছে, বলেশ্বর পাথর কোয়ারিতে সন্দেহজনকভাবে তাদেরকে ঘোরাফেরা করতে দেখে শ্রমিকরা আটক করেন। প্রাথমিক জেরায় তারা বাংলাদেশের নাগরিক বলে নিশ্চিত হওয়ার পর শ্রমিকরা তাদেরকে গুমড়া পুলিশের কাছে সমঝে দেন। ধৃতদের বাংলাদেশের জকিগঞ্জ জেলার ধলারপারের হীরেশ বিশ্বাসের ছেলে দীপেন বিশ্বাস, কানাইঘাট থানাধীন আব্দুল কালামের ছেলে জামাল আহমেদ, কানাইঘাট থানাধীন বাছাতল এলাকার মাতাব উদ্দিনের ছেলে হুসেন আহমেদ, আজির উদ্দিনের ছেলে সমির আহমেদ, ফাত্তা মিয়াঁর ছেলে শামিল আহমেদ এবং মকিসুর রহমানের ছেলে রেহান আহমেদ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

তাদের কাছ থেকে ধারালো দা উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতরা কী কারণে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল তা এখনও জানা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা, ধৃতরা গবাদিপশু চুরি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল এখানে। গুমড়া পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

এদিকে ধৃত ছয় বাংলাদেশিদের বৃহস্পতিবার বড়খলা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য বিধি মেনে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিয়ম মেনে ধৃতদের রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। কিছুদিন পর সেখান থেকে ডিসচার্জ পেলে তাদের আদালতে পেশ করা হবে বলে জানান কাটিগড়া থানার ওসি নয়নমণি সিনহা।

হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে ট্রায়ালের সিদ্ধান্ত হু - য়ের

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি. স.): মারণ ব্যাধি করোনার দৌরাত্ম্য রুখতে হয়তো ভরসা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন। আর সেই কারণে এই ওষুধের নিয়ে ফের ট্রায়াল শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু। এই ট্রায়াল জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন হু - এর কর্তারা।

হু -এর এই সিদ্ধান্তে খুশি কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সি এস আই আর) এর ডিরেক্টর জেনারেল শেখর সি মন্ডে। তিনি জানিয়েছেন, আগে যখন এর উপর ট্রায়াল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হু তাড়াহুড়ো করে নিয়েছিল। ট্রাইল থেকে যে প্রারম্ভিক পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছিল তার উপর নজর দেওয়া উচিত ছিল হু - এর।

উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনা মোকাবিলায় হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের কোনও বিশেষ প্রভাব না থাকার ফলে হু এই ওষুধের ট্রায়াল বন্ধ করে দিয়েছিল প্রথমে। ওষুধটির পার্শপ্রতিক্রিয়া আছে বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল হু।সেই সময় ভারতের আইসিএমআর দাবি করেছিল বিদেশে যে সকল মানুষদের এই ওষুধ দেওয়া হচ্ছে তার ডোজ স্বাভাবিকের থেকে চার গুণ বেশি। এই ওষুধকে করোনা ওয়ারিয়রদের জন্য ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিল আইসিএমআর।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহত পাকিস্তানি বিধায়ক

ইসলামাবাদ, ৪ জুন (হি. স.): পাকিস্তানের সিন্ড রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এক আঞ্চলিক মন্ত্রীর মৃত্যুর একদিন পরেই এক পাকিস্তানি বিধায়কের করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। পাখতুনখাওয়া আঞ্চলিক বিধানসভার সদস্য এবং পাকিস্তানের তেহরিকে- ই- ইনসাফ পার্টির বছর ৬৫ র নেতা মিঞা জামশেদ কাকাখেল প্রায় ১০ দিন আগে করোনায় আক্রান্ত হয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

হাসপাতালের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গত তিনদিন ধরে এই বর্ষীয়ান নেতা ভেন্টিলেশনে ছিলেন। তাকে বাঁচানোর সমস্ত চেষ্টা অবশেষে ব্যর্থ হয়। ২০১৮ সালে নির্বাচনে জিতে তিনি বিধায়ক হয়েছিলেন।সন্ত্রাসবাদীদের সূতিকাগারে পরিণত হওয়ায় পাকিস্তানে ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৪১৩২ জন আক্রান্ত হয়েছে।ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫২৬৪।একদিনে লালা রসের পরীক্ষা করা হয়েছে ১৭৩৭০।

নলবাড়িতে রহস্যমৃত্যু ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নলবাড়ি (অসম), ৪ জুন (হি.স.) : নলবাড়িতে রহস্যজনকভাবে গলায় ফাঁস জড়িয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম ইনসান আলি বলে জানা গেছে। তার বাড়ি এলেঙ্গিদল এলাকায়। ঘটনাটি আত্মহত্যা, না খুন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

নলবাড়ির মদনমোহন শখোয়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা রজনী রাজবংশীর ঘরের পেছন দিকে কাপড় মেলার জন্য বাঁশের মধ্যে বাঁধা তারে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে অন্য গ্রামের বাসিন্দা ইনসান আলির মৃতদেহ। ঝুলন্ত অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধারের খবর জানাজানি হলে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে ভিড় করেন। রাজবংশীর পরিবার জানিয়েছে, আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে মৃতদেহটি প্রথমে তাদের চোখে পড়েছে। এদিকে, মৃত ইনসান আলির পরিবারের অভিযোগ, তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। খবর দেওয়া হয় থানায়। খবস পেয়ে আসে পুলিশ। তাঁরা মৃতদেহের প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার বলেছেন, ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর তাঁরা নিশ্চিত হবেন ঘটনাটি খুন না আত্মহত্যা। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

নাশকতার ছক বানচাল অনন্তনাগে বাজেয়াপ্ত বিস্ফোরক

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি. স.): জঙ্গিদের নাশকতার ছক বানচাল করল নিরাপত্তা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ থেকে ২৪ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আদিল মকবুল নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করা হয়। জঙ্গিদের মদত এবং বিস্ফোরক জমিয়ে রাখার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর গোপনে তথ্য পেয়ে বুধবার গভীর রাতে স্থানীয় পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর একটি দল অনন্তনাগের নানিলে আদিল মকবুল ওয়ানি নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকেই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করেছে। ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। আদিল মকবুলকে গ্রেফতার করে জেরা করে পুলিশ আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মনে করা হচ্ছে নাশকতার ছক কষে এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক জমা করে রাখা হয়েছিল।

গহপুরে অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই সুলভমূল্যের দোকান

গহপুর (অসম), ৪ জুন (হি.স.) : বিশ্বনাথ জেলার গহপুরে বুধবার রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে গহপুরের গুয়াধরা এলাকায় একটি সুলভ মূল্যের দোকান সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গেছে। দোকানের মালিক রাতুল বরা জানান, আগুনে প্রায় চার লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী নষ্ট হয়েছে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি পত্রও।

তিনি জানান, দোকানে প্রায় ২২ কুইন্টাইলের মতো খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের চাল মজুত ছিল। ১৩০ লিটার কেরোসিন, বিক্রির জন্য কিনে রাখা ছিল ৯০ কুন্টাইল ধান। এছাড়া আরও অন্যান্য বহু সামগ্রী আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছে।

শর্ট সার্কিটের ফলে আগুন লেগেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগুন লাগার পর দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে দোকানের বেশির ভাগ সামগ্রী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

করিমগঞ্জে ভূমিধসে নিহতদের নিকটাত্মীয়ের হাতে এককালীন অর্থ সাহায্যের চেক তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জের কালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত করিমপুর গ্রামে ভূমিধসের মাটি চাপা পড়ে নিহতদের পরিবারের হাতে এককালীন অর্থ সাহায্যের চেক তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় মুখ্যমন্ত্রীর করিমগঞ্জ সফর বাতিল হয়ে যায়। কথা ছিল করিমগঞ্জে এসেই নিহতদের পরিবারের সদস্যদের হাতে অর্থ সাহায্যের চেক তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই ভূমিধসে মৃত আজিজ উদ্দিনের পরিবারের সদস্যদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাছাড় জেলা সদর শিলচর নিয়ে যাওয়া হয়।

কাছাড়ের জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ মৃত আজিজ উদ্দিনের প্রথম স্ত্রী হাজিরা বেগমের হাতে এককালীন কুড়ি লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। অন্যদিকে চৌদ্দ বর্ষীয়া মৃত কিশোরী জয়নব বিবির বাবা ইউসুফ আলির হাতে চার লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। চেক প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন বন ও পরিবেশ, মৎস্য এবং আবগারি মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান এমপি। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সঙ্গে পৃথক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী টিলাভূমির পাদদেশে বসবাসরত জনগণকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার দুই জনের এক প্রতিনিধি দল খুব শীঘ্রই ভূমিধস প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করার কাজ শুরু করবেন। তাঁদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। জেলাশাসক আনবামুথান এমপি করিমগঞ্জে করোনা মোকাবিলায় গৃহীত ব্যবস্থাবলি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে জেলার বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি নিয়েও দীর্ঘ পর্যালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

বৃহস্পতিবারের পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জের ডিডিসি রঞ্জিত কুমার লস্কর, দুই বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল ও বিজয় মালাকার, করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সভাধিপতি আশিস নাথ, বিজেপি নেতা বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য সহ জেলার শীর্ষ স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকবর্গ।

আজ অসমে আরও ১১১টি কোভিড-১৯ পজিটিভ মামলা, সংখ্যা বেড়ে ১৯৮৮

গুয়াহাটি, ৪ জুন (হি.স.) : আশঙ্কা অনুযায়ী অসমে ১৯০০-এর ঘর অতিক্রম করেছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার এই খবর লেখা পর্যন্ত নতুন আরও ১১১ জনের শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণের রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৯৮৮। এছাড়া আজ আরও ২৯ জনের কোভিড-১৯ পরীক্ষায় নেগেটিভ আসায় বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। ২৯ জনকে ছুটি এবং নয়া ১১১ জনের যোগ-বিয়োগ করে রাজ্যে এখনও পজিটিভ সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,৫৩৯।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে তৃতীয় টুইট করে এই খবর দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, নতুন ১১১ জনের মধ্যে সর্বোচ্চে হোজাই জেলা। তিনি যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতা দেখা গেছে, হোজাইয়ের ৪৬, ওদালগুড়ির ২৮, ১১ জন কামরূপের, ১০ জন নগাঁওয়ের ৫ জন মরিগাঁওয়ের ৩ জন নলবাড়ির, ৩ জন গোয়ালপাড়ার, ২ জন গোলাঘাটের ২ জন যোরহাটের এবং ১ জন ধুবড়ি জেলার বাসিন্দা।

আজ এখন পর্যন্ত ১৫৮ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। গতকাল সর্বাধিক ২৬৯ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। গত ১৩ মে থেকে আজ এখন পর্যন্ত মোট ১,৯০৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন এই মারণ কোভিড-১৯ সংক্রমণে।

পাথারকান্দির কুকিতলে বজ্রপাতে মৃত্যু দুই মহিষের, মাথায় হাত কৃষকের

পাথারকান্দি (অসম), ৪ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত ভারত-বাংলা সীমান্তবর্তী কুকিতলে বজ্রপাতের ফলে দুটি মহিষের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার ভোর প্রায় পাঁচটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে।প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, পাথারকান্দির কুকিতল এলাকার বাসন্তিটিলা গ্রামের বাসিন্দা চরণ বাল্মিকী দাসের বাড়ির গোয়ালঘরে মহিষ দুটি ছিল। গতকাল রাত থেকে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। কিন্তু ভোর পাঁচটা নাগাদ বৃষ্টির তীব্রতা কমে আসার পর হঠাৎ বিকট শব্দ করে বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতে গোয়ালঘরের দুটি মহিষ মারা গেছে।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন কুকিতল গ্রাম পঞ্চায়েতের সভানেত্রীর স্বামী সজল কুর্মি। তিনি গিয়ে আকস্মিক ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে ভুক্তভোগী চরণ বাল্মিকী দাসকে সাহায্য করতে স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি নিজেও তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

এ ঘটনার পর চরণ বাল্মিকী দাস জানান, তিনি বাগান শ্রমিক। তাঁর পরিবারে ৯ জন সদস্য। একমাত্র সম্বল ছিল এই মহিষ দুটি।দুই মহিষ দিয়ে তিনি কৃষি খেতে চাষাবাদ করে ঘরে ধান তুলতেন। কিন্তু হঠাৎ করে এই দুর্ঘটনায় চরণ বাল্মিকী দাসের মাথায় দুর্ভাবনা জেঁকে বসেছে। কৃষি খেতের মরশুমে তাঁর বিরাট ক্ষতি হয়েছে বলে জানান চারণ। তিনি জানান, দুই মহিষের বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় পৌনে দু লক্ষ। এই কৃষির মরশুমে আবার তিনি জোড়া মহিষ কিনতে পারবেন না বলে আক্ষেপ করেছেন। তাছাড়া এমতাবস্থায় মহিষ দুটি ছাড়া খেত কৃষি কী করে করবেন, এবং পরিবারই পোষণ করবেন কী করে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় মাথা ফেটে যাচ্ছে, বলেন চরণ বাল্মিকী দাস।

করিমগঞ্জের বিলবাড়ি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে পলাতক অর্ধশতাধিক, ফের আটক পুলিশ ও আধাসেনার হাতে

পাথারকান্দি (অসম), ৪ জুন (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির একাংশ কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে চরম অব্যবস্থা চলছে বলে বিস্তর অভিযোগ আসছে। এমনই এক অভিযোগের শিকার হয়েছে পাথারকান্দির থানাধীন কলকলিঘাটের পার্শবর্তী বিলবাড়ি শ্রীকৃষ্ণরাম হাইস্কুলের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার। এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে আজ বৃহস্পতিবার সকালে বহির্রাজ্য থেকে আগত অর্ধশতাধিক পরিযায়ী শ্রমিককে ভরতি করতে গেলে বাঁধে গণ্ডগোল।

অভিযোগ, এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ন্যূনতম সুব্যবস্থা নেই। তাই এখানে ভরতি হবেন না বলে পালানোর চেষ্টা করেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। তবে পুলিশ ও আধাসেনার জওয়ানরা বহু কসরত করে তাদের আটক করেন। এর পর স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে সব ধরনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুনরায় তাদের ভরতি করা হয়েছে।

পাথাকান্দির সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট জনাথন ভাইপেই জানান, গতকাল সন্ধ্যায় মুম্বাই থেকে ট্রেনে এই সকল পরিযায়ী শ্রমিক বদরপুর রেল স্টেশনে নামেন। সেখানে তাদের থার্মাল স্ক্রিনিঙের পর প্রাথমিক মেডিক্যাল টেস্ট করা হয়। এর পর পুলিশি হেফাজতে নিলামবাজারে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিয়ে ভরতি করা হয় কয়েকজনকে। এদের একাংশের নিলামবাজারের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে স্থান না হওয়ায় বিশেষ বাসে করে নিয়ে আসা হয় পাথারকান্দির বিলবাড়ি শ্রীকৃষ্ণরাম হাইস্কুলের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার। কিন্তু এখানে সবকিছুর সুব্যবস্থা না নেই অভিযোগ তুলে বহিঃরাজ্য থেকে আগত পরিযায়ীদের মধ্যে ক্ষোভের পারদ চড়ে। পরে অবশ্য তাদেরকে বুঝিয়ে, সুব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই সেন্টারে ভরতি করা হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন তাঁরা।

তবলীগী জামাতের মর্কট অংশগ্রহণ করার জের, ২২০০ বিদেশি নাগরিকের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি. স.): করোনা রোধে দেশজুড়ে লকডাউন চলাকালীন দিল্লির নিজামুদ্দিনে আয়োজিত তবলীগী জামাতের মরকজে অংশগ্রহণ করার অপরাধে ২২০০ বিদেশি নাগরিকদের ভারতে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। আগামী দশ বছর এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। কোনও পরিস্থিতিতেই তাদেরকে আর ভারতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।কারণ তাদের আর ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে না।

এর আগে চলতি বছরের এপ্রিলে তবলীগীদের গতিবিধিতে বিদেশি নাগরিকদের অংশগ্রহণ এর জেরে ৯৬০ জন বিদেশিদের ব্ল্যাকলিস্টেড বা কালো তালিকাভুক্ত করেছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে ২২০০ বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে রয়েছে নাইজেরিয়া, শ্রীলংকা, কেনিয়া, জিবুতি, তানজানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, নেপাল, মালির মতন দেশের বাসিন্দারা। তেলেঙ্গানা থেকে উত্তর প্রদেশ এবং বিহার ও ঝাড়খন্ড মিলিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৭০০ টি মসজিদে এই বিদেশী নাগরিকরা লুকিয়ে ছিল। এদের বেশিরভাগই টুরিস্ট ভিসা রয়েছে। প্রশাসনের তৎপরতায় এদেরকে উদ্ধার করে কোয়ারান্টিনে রাখা হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপনে উদ্যোগী হতে আর্জি রাজ্যপালের

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.) : বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপনে উদ্যোগী হতে সবাইকে আবেদন করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি টুইট করে বলেন, "আমফানের অভূতপূর্ব দুর্যোগে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতি মোহন দাশ মৎস্য ব্যবসায়ীদের সাথে এক বৈঠকে যোগদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

নায়ক ভিলেন সবাইকে করোনা টেস্ট করাতে হবে

সিনেমায় নাচ-গান থাকে। নায়ক-নায়িকার অন্তরঙ্গ দৃশ্য থাকে। কিন্তু এসব করতে গিয়ে সামাজিক দূরত্ব মানা সম্ভব নয়। তাই শুটিং শুরুর আগে নায়ক-নায়িকার অবশ্যই করোনা টেস্ট করিয়ে নিতে হবে। তবেই প্রযোজক-পরিচালকেরা শুরু করতে পারবেন নতুন সিনেমার শুটিংএমনটাই জানিয়েছেন চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম।

দেশ থেকে এখন লকডাউন পরিস্থিতি উঠে গেছে। অনেক কিছু লকডাউন পরিস্থিতির আগের রূপে ফিরছে। কিছু প্রযোজক-পরিচালক নতুন ছবির পাশাপাশি অর্ধসমাপ্ত ছবির শুটিং করতে চাইছেন। তাই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে চলচ্চিত্রের প্রধান দুই সংগঠন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিবেশক সমিতি ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি একটি সভার আয়োজন করে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল চারটায় চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের প্রযোজক সমিতি কার্যালয়ে শুরু হওয়া সভায় সিদ্ধান্ত হয়, শুটিং শুরুর আগে নায়ক-নায়িকাসহ ইউনিটে থাকা সবাইকে অবশ্যই করোনা টেস্ট করিয়ে নিতে হবে। সভা থেকে বেরিয়ে প্রথম আলোকে খোরশেদ আলম বলেন, আগামী সপ্তাহ থেকে প্রযোজক-পরিচালকেরা শুটিং, এডিটিং, ডাবিংসব করতে পারবেন। এসব কাজে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাটা খুব মুশকিল। তাই সভায় বলা হয়েছে, খুব সংক্ষিপ্ত আকারে প্রোডাকশন ডিজাইন করতে হবে, ইউনিটের লোকজন কমাতে হবে।

সবার করোনা টেস্ট করে ফলাফল জেনেই শুটিং করতে হবে। এর বাইরেও স্বাস্থ্যবিধিতে যা বলা আছে, সেসব অবশ্যই মানতেই হবে। ছবির শুটিং আরও কয়েক দিন পর শুরুর সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন কি? এমন প্রশ্নে খোরশেদ আলম বলেন, 'আমরা তো আসলে বলতে পারছি না কবে করোনা বিদায় নেবে? কবে এই ভাইরাস থেকে মুক্ত হব? তাহলেই হয়তো আমরা অপেক্ষা করতাম এক মাস কিংবা দুই মাস। কিন্তু কেউই তো কিছু বলতে পারছি না।

এভাবে বসে থাকলে কীভাবে কী হবে? সরকার এরই মধ্যে গণপরিবহন, ট্রেনসহ প্রায় সবকিছু খুলে দিয়েছে, সীমিত আকারে হোক আর যা-ই হোক। এদিকে যেসব ছবির কাজ অর্ধেক পথে আটকে আছে, সেসব ছবির প্রযোজক-পরিচালকেরা প্রতিনিয়ত ফোন করছেন। তাঁরা তাঁদের ছবির শুটিং করতে চান। করোনার ভয়ে দিনের পর দিন বসে থাকলে তাঁরাও তো ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।" পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার বলেন, 'এটা কোনো নীতিমালা নয়, আবার উদ্বুদ্ধ করাও নয়। আমরা চাই যাঁরাই শুটিং করুন না কেন, তাঁরা যেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে করেন।'

গতকালের সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার, মহাসচিব বদিউল আলম খোকন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলমসহ বেশ কয়েকজন নেতা। সরকারি ঘোষণার পর গত ১৯ মার্চ থেকে বন্ধ ছিল সব ধরনের শুটিং।

কারিনার প্রশংসায় রণবীর

মাত্র কয়েক সপ্তাহ হলো কারিনা কাপুর খান ঘর বেঁধেছেন ইনস্টাগ্রামে। ইতিমধ্যে ৩২ লাখ ফলোয়ারও জুটে গেছে তাঁর। আর তিনি ফলো করছেন মাত্র ৪৫ জনকে। এই অল্প সময়ে ইনস্টাগ্রামবাসীকে ৬৭টি পোস্ট করে একপ্রকার নাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। এই প্ল্যাটফর্মে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের নানা অনুষঙ্গ যেমন তুলে ধরছেন, তেমনই কারিনা অদেখা সব ছবি বের করছেন সিন্দুক থেকে। তাঁর স্টাইল দেখে চোখ বড় হয়ে গেছে সহশিল্পীদেরও।এই তালিকার একটি নাম নজরে পড়েছে সবার। তিনি রণবীর সিং। করণ জোহরের বিশাল প্রজেক্ট "তখত"-এ রণবীর অভিনয় করছেন কারিনার সঙ্গে। সহশিল্পীর ইনস্টাগ্রামের পোস্টে রণবীরের এক মন্তব্যে বোঝা গেছে, নায়িকার প্রতি তাঁর মনযোগ ষোলো আনা।

কিছুদিন ধরেই সাইফ-পত্নী ইনস্টাগ্রামে "হ্যাশট্যাগ কাফতান-সিরিজ" বলে একটা পোস্ট নিয়মিত করে চলেছেন। সেখানে নয়া নয়া কাফতান শোভিত "হিরোইন"কে দেখে ভক্তরা চোখ জুড়িয়ে নিচ্ছেন। এই সারিতে যে চুপচাপ ছিলেন রণবীরও, তা কে জানত! অবশেষে মুখ খুললেন নায়ক, প্রশংসায় ভাসালেন কারিনাকে। তা, কেমন সে প্রশংসার ধরন?

মাসের শেষ দিনে আরও একটি কাফতান পরে ছবি পোস্ট করেন কারিনা।

এই সেলফিতে তাঁকে গ্ল্যামারহীনভাবে দেখা যায়। পোস্টে তিনি মজা করে লেখেন, "আপনারা কি কাফতানের ছবি চেয়েছেন? না। তারপরও কি আমি কাফতানের ছবি দিয়েছি? হ্যাঁ।" তার এই ফান-পোস্টে এসে রণবীর মন্তব্য করেন, "বেবো কাফতান লাইফ বেছে নেননি, কাফতান লাইফ বেবোকে বেছে নিয়েছে।" বাজিরাওয়ের এমন বিজ্ঞাপনমার্কা মন্তব্যে ভক্তরা ব্যাপক আনন্দ পান। রণবীরের এই মন্তব্যের নিচে "লাইক" জড়ো হয়েছে ১ হাজার ৭৯৪টি। সংশ্লিষ্টরা এ-ও বুঝে নিয়েছেন, তখত করতে গিয়ে দুজনের বোঝাপড়াটা একেবারে মন্দ হয়নি! মোগল সাম্রাজ্যের ওপর নির্মিত ঐতিহাসিক এই ছবিতে রণবীর আর কারিনাকে ভাইবোনের চরিত্রে দেখা যাবে বলে জানা গেছে।

হিন্দি সিনেমার নতুন ঠিকানা

করোনাকালে তালা ঝুলছে ছোট-বড় সব প্রেক্ষাগৃহে। মুক্তি পাচ্ছে না কোনো সিনেমা। অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে হিন্দি ছায়াছবির দুনিয়া। আশা-ভরসা এখন ডিজিটাল দুনিয়া। একগুচ্ছ কম বাজেটের সিনেমা এবার ডিজিটাল মাধ্যমে মুক্তির পথে। এর মধ্যে গুলাবো সিতাবো ও শকুন্তলা দেবী সিনেমা দুটি মুক্তির ঘোষণা এসেছে। আরও কিছু সিনেমা মুক্তির ঘোষণা আসি আসি করছে। তো ওয়েবের কোথায় কোন কোন সিনেমা দেখা যাবে? জানাচ্ছেন প্রথম আলোর মুম্বাই প্রতিনিধি দেবারতি ভট্টাচার্য

সুজিত সরকারের সিনেমা মানে এক সুন্দর অনুভূতি। এই বাঙালি পরিচালকের সিনেমায় সম্পর্কের অদ্ভুত রসায়ন থাকে, আর অধিকাংশ সিনেমায় থাকে হাস্যরস। ১২ জুন আমাজন প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পেতে চলেছে তাঁরই নতুন সিনেমা গুলাবো সিতাবো। এতে প্রথমবারের মতো অমিতাভ বচ্চন এবং আয়ুষ্মান খুরানার যুগলবন্দী দেখা যাবে। সিনেমার গল্প বোনা হয়েছে ভারতের লক্ষ্ণৌ শহরকে কেন্দ্র করে।ভারতীর বিমানসেনার প্রথম বৈমানিক গুঞ্জন স্যাক্সেনার জীবনীভিত্তিক ছবি (বায়োপিক) ঘিরে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। গুঞ্জন স্যাক্সেনার চরিত্রে অভিনয় করেছেন জাহ্নবী কাপুর। এটি তাঁর দ্বিতীয় সিনেমা। কাজেই এর ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে জাহ্নবীর বলিউড-ইনিংস। পর্দায় গুঞ্জন স্যাক্সেনা হয়ে ওঠার জন্য শ্রীদেবী-কন্যা কড়া ডায়েটের সঙ্গে প্রচুর ব্যায়াম মানে ওয়ার্ক আউটও করেছেন। এমনকি উড়োজাহাজ চালানোর প্রশিক্ষণও নিতে হয়েছে তাঁকে। সিনেমায় জাহ্নবীর বাবা ও দাদার চরিত্রে দেখা যাবে পঙ্কজ ত্রিপাঠি ও অঙ্গদ বেদিকে। শরণ শর্মা পরিচালিত গুঞ্জন স্যাক্সেনা: দ্য কার্গিল গার্ল মুক্তি পাবে নেটফ্লিক্সে। দিনক্ষণ এখনো স্থির হয়নি।

বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদবানির সময়টা দারুণ যাচ্ছে। কবির সিং—এর পর তাঁর গুড নিউজ সিনেমাটিও দারুণ সফল। নেটফ্লিক্সের গিলটি সিনেমাতেও ভালো সাড়া পেয়েছেন। ভক্তদের আশা, এবার ইন্দু কি জওয়ানিতেকিয়ারা তাঁর জাদু দেখাতে আসছেন। সিনেমার গল্প তাঁকে ঘিরেই। এর পরিচালক আবির সেনগুপ্ত। কিয়ারার বিপরীতে দেখা যাবে আদিত্য শীলকে। তবে ইন্দু কি জওয়ানি যে কোথায় মুক্তি পাবে, তা এখনো জানা যায়নি।অমিতাভ বচ্চন অভিনীত ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের জীবনীভিত্তিক ছবি ঝান্ড ডিজিটাল মাধ্যমে মুক্তি দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন জনপ্রিয় মারাঠি পরিচালক নাগরাজ মঞ্জুলে। এতে বিগ বিকে দেখা যাবে ফুটবল প্রশিক্ষক বিজয় বারসের চরিত্রে। পথের শিশুদের নিয়ে এক স্বপ্নের দল গড়ার কথা ভাবেন এই প্রশিক্ষক। জনপ্রিয় মারাঠি সিনেমা সৈরাট-এর নায়িকা রিঙ্কু রাজগুরুকে ঝান্ড-এ দেখা যাবে। সিনেমাটি সম্ভবত নেটফ্লিক্সেই দেখা যাবে।রোমান্টিক-অ্যাকশনধর্মী সিনেমা খালি পিলি মুক্তি পাওয়ার কথা ১২ জুন। তবে করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে এই সিনেমাও সম্ভবত ডিজিটাল মাধ্যমে মুক্তি পাবে। মকবুল খান পরিচালিত এই সিনেমায় রাতের মুম্বাইকে বেশি তুলে ধরা হয়েছে। খালি পিলিতে ঈশান খট্টর এবং অনন্যা পান্ডে জুটি বেঁধেছেন। শোনা যাচ্ছে, এটিও নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে।

'মানব কম্পিউটার' শকুন্তলা দেবীর জীবনের ওপর নির্মিত সিনেমাটি আসছে আমাজন প্রাইম ভিডিওতে। শকুন্তলা দেবীর পরিচালক অনু মেনন। এতে প্রখ্যাত গণিতবিদ শকুন্তলা দেবীর চরিত্রে দেখা যাবে বলিউডের দাপুটে অভিনেত্রী বিদ্যা বালানকে। আর এই সিনেমার অধিকাংশ শুটিং হয়েছে লন্ডনে। বিদ্যার স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন যিশু সেনগুপ্ত। এ ছাড়া সিনেমাটির অন্য চরিত্রে আছেন সানিয়া মালহোত্রা ও অমিত সাধ। শকুন্তলা দেবীর মুক্তির দিন এখনো ঠিক হয়নি।

ডার্ক কমেডি ঘরানার সিনেমা লুডো নিয়ে আসছেন পরিচালক অনুরাগ বসু। একাধিক বলিউড তারকাকে দেখা যাবে এই সিনেমায়। অভিষেক বচ্চন, রাজকুমার রাও, আদিত্য রায় কাপুর, সানিয়া মালহোত্রা, ফতিমা সানা শেখ, পঙ্কজ ত্রিপাঠিসহ আরও অনেকে আছেন এতে। সিনেমাটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে বলে শোনা যাচ্ছে।

তারার জগতে এত অন্ধকার

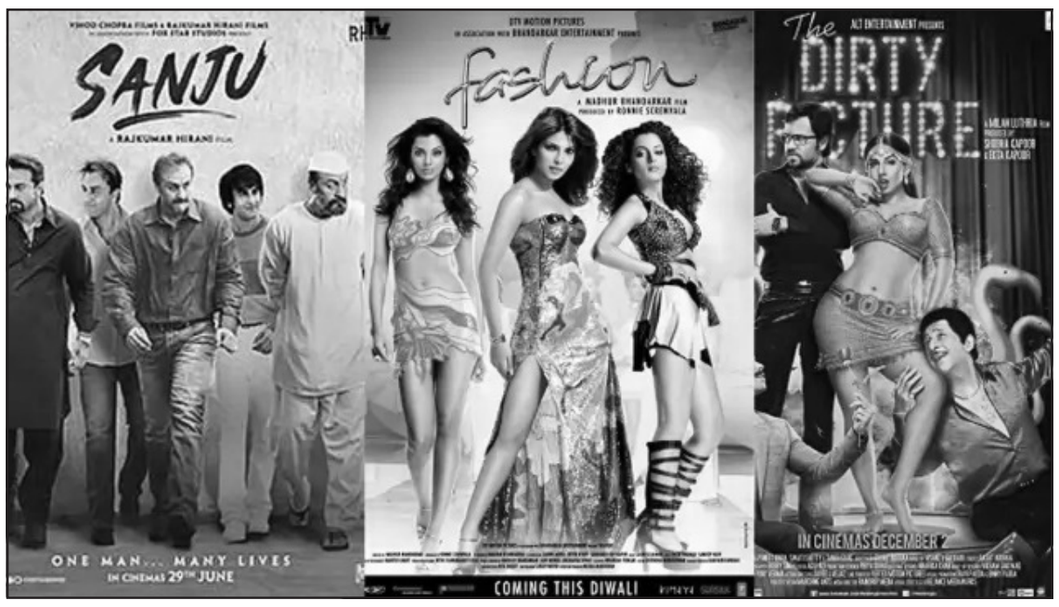

ডার্টি পিকচার ছবিটি মুক্তির পরপরই সুপারহিটের তকমা পেয়েছিল। এ ছবিতে অভিনয়ের জন্য প্রশংসা যেমন পেয়েছিলেন বিদ্যা বালান, তেমনি সমালোচিত হয়েছেন উত্তেজক পোশাক পরার অভিযোগে। কিন্তু ছবিটি যদি হয় দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী সিল্ক স্মিতাকে নিয়ে, স্বল্পবসনা না হলে তো চরিত্র বিশ্বাসযোগ্যতা পায় না! একসময়কার তুমুল জনপ্রিয় তারকা সিল্ক স্মিতার জীবনের করুণ পরিণতি যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এ রকম একেকজন তারকার উত্থানের পেছনে আছে কত গ্লানি, সমঝোতা ও অবমাননার কাহিনি।বিদ্যা বালানের সঙ্গে নাসিরুদ্দিন শাহের অভিনয় আর বাপ্পি লাহিড়ীর সুর ও সংগীত ছবিটির ব্যাপক জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। সত্তর দশকের গেটআপ, মেকআপ, নাচ ও গান দর্শকদের যেন সেই সময়টাতেই নিয়ে যায়।বিভিন্ন পণ্যের মডেল হওয়া, ফ্যাশন শোর র‍্যাম্পে হেঁটে দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন অনেক তরুণ—তরুণী। কিন্তু বিলবোর্ডে যাঁদের বিশাল আকৃতির ছবি দেখা যায়, তাঁদের তারকা হয়ে ওঠার পেছনে আছে কত প্রতিযোগিতা ও দীর্ঘশ্বাসের কাহিনি, তার খবর রাখে কজন? করপোরেট প্রতিষ্ঠানের বড় কর্তার অঙ্গুলি হেলনে যেমন কারও ক্যারিয়ার ঝলমলে হয়ে ওঠে, তেমনি তাঁদেরই ভ্রুকুটিতে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ঘটনা যে কত ঘটছে গ্ল্যামার জগতে, ফ্যাশন ছবিটিতে উঠে আসে সেই চিত্র। এই ছবিতে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আর কঙ্গনা রনৌত অভিনয় করেছেন রীতিমতো পাল্লা দিয়ে।বলিউড তারকা সঞ্জয় দত্তের জীবন নাটকীয় সব উপাদানে ভরা। ভারতীয় চলচ্চিত্রের খ্যাতিমান শিল্পীযুগল সুনীল দত্ত ও নার্গিসের সন্তান সঞ্জয়ের জীবননির্ভর ছবি সঞ্জু। প্রথম ছবি হিট হওয়ার পর কুসঙ্গে এসে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন সঞ্জয়। ক্যারিয়ার ধ্বংসের মুখে। এই সময় মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের আকুতি মাদকের পথ থেকে ফিরিয়ে আনে তাঁকে। ক্যারিয়ার চাঙা হয়ে ওঠে আবার। কিন্তু এর মধ্যে মুম্বাইয়ের দাঙ্গার সময় অস্ত্র রাখার দায়ে শাস্তি হয় তাঁর। একের পর এক দ্বন্দ্ব—সংঘাতে জড়িয়ে পড়া ও ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প সঞ্জু। সঞ্জয় দত্তের জীবিতাবস্থায় তাঁর চরিত্রে অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন রণবীর কাপুর। রণবীরের চেহারা ও ইমেজের সঙ্গে সঞ্জয়ের বৈসাদৃশ্যই বেশি। কিন্তু নিপুণ মেকআপ আর অসাধারণ অভিনয়ের জোরে এই সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে গেছেন তিনি।তারকা জগতের আলো-অন্ধকার নিয়ে আরেকটি আলোচিত ছবি হিরোইন। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দুই জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকার প্রেমের সম্পর্ক ও সেই সম্পর্কের টানাপোড়েন ক্যারিয়ারকে কী অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়, তা নিপুণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন পরিচালক মধুর ভান্ডারকর। নায়িকার চরিত্রে নিজের অভিনয় প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন কারিনা কাপুর। জনান্তিকে বলে রাখি, এই ছবির কাহিনির সঙ্গে আমাদের দেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দুই জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকার প্রেম ও পরিণতিরও যেন কিছুটা মিল পাওয়া যায়। এ ছাড়া ইংরেজি ছবি আ স্টার ইজ বর্ন, হিন্দি ছবি আশিকী ২ ও কামিয়াব ইত্যাদি ছবিতেও তারকাজগতের আলো-অন্ধকারের সন্ধান পাবেন দর্শক।

রণবীরের উচিত প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ করা

সম্পর্কে বলিউড তারকা আলিয়া ভাটের বাবা মহেশ ভাট ও প্রেমিক রণবীর কাপুর "হবু জামাই-শ্বশুর"। কিন্তু একটা সময়ে বলিউডের এই নামী পরিচালকের "চোখের বালি" ছিলেন রণবীর কাপুর। "কফি উইথ করণ" শোতে মহেশ ভাট বলেছিলেন, রণবীর "লেডিস ম্যান"।

সেই সময় একের পর এক সম্পর্ক ভাঙা-গড়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন রণবীর। ক্যাটরিনার জন্য দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর পুরো বলিউড ইন্ডাস্ট্রি হেলে পড়েছিল দীপিকার পক্ষে। এমনকি সালমান খানের সঙ্গে ক্যাটরিনার দূরত্ব বাড়ে মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়ানো রণবীরের জন্য। মহেশ ভাট তখন বলেছিলেন, রণবীরের বায়োপিকের নাম হতে পারে "লেডিস ম্যান"। আরও বলেছিলেন, ২০১২ সালের সবচেয়ে ওভাররেটেড ছবি রণবীর কাপুর অভিনীত বারফি। অভিনয়প্রতিভার দিক থেকেও রণবীরকে খুব অল্প নম্বর দিয়েছিলেন মহেশ ভাট। শাহরুখ খান, অজয় দেবগণ ও হৃতিক রোশনকে অভিনেতা হিসেবে রণবীরের চেয়ে আগে রেখেছিলেন তিনি। ওই পর্বে উপস্থিত ইমরান হাশমি পর্যন্ত চাচা মহেশ ভাটের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেছিলেন, "রণবীরের উচিত নারীদের নিয়ে প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ করা।"

এখানেই শেষ নয়। ইন্ডাস্ট্রিতে আলিয়া ভাটের প্রেমিক কে হতে পারে, এমন প্রশ্নের উত্তরে মহেশ ভাট বলেছেন, তিনি তাঁর মেয়েকে তালা দিয়ে রাখবেন, যাতে কেউ তাঁর সঙ্গে প্রেম করতে না পারে।

এখানেও শেষ নয়, মহেশ ভাট সঞ্জয় লীলা বানসালিকে বলেছিলেন "ওভাররেটেড" পরিচালক। অথচ সময় কত অদ্ভুত! চলতি লকডাউনে আলিয়া ভাট বাবা মহেশ ভাট নয়, আছেন প্রেমিক রণবীরের সঙ্গে, এক ছাদের নিচে। আর লকডাউন কেটে গেলেই আলিয়া নিজের "ড্রিম প্রজেক্ট" শুরু করবেন তাঁর "ড্রিম ডিরেক্টর" সঞ্জয় লীলা বানসালির পরিচালনায়, গাঙ্গুবাই কাঠিয়াবাড়ি ছবিতে। আর সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২১ সালে বিয়ে করবেন রণবীর-আলিয়া জুটি।

বৃহস্পতিবার করোনা প্রতিরোধে প্রচারে রেডক্রস সোসাইটি উদ্যোগে একটি গাড়ি পরিক্রমার জন্য উদ্বোধন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড-১৯: মোকাবেলায় দ্রুত টিকা উদ্ভাবনের আহ্বান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৪।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবজাতিকে করোনা ভাইরাসের মত মহামারী থেকে রক্ষা করতে দ্রুত টিকা উদ্ভাবনের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, টিকাদানই সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ মোকাবেলার অন্যতম উপায় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত একটি ভার্চুয়াল বৈশ্বিক টিকা সম্মেলনে বলেন, চলমান কোভিড মহামারী প্রমাণ করেছে কোনো বৈশ্বিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা সত্যিকার অর্থে কতটা শক্তিহীন।জাতিসংঘের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, প্রতি চার মাসে মানুষের মধ্যে একটি নতুন সংক্রামক রোগ দেখা দেয়। আর গ্লোবাল ভিরোম প্রজেক্টের অনুমিত হিসেব মতে প্রায় সাত লাখ ভাইরাস রয়েছে যেগুলো মহামারী ঘটাতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ভাইরাসের অনেকগুলো মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকির সৃষ্টি করতে পারে। তাই মানবজাতির টিকে থাকার জন্য বিদ্যমান ও আরো নতুন টিকার প্রয়োজন হবে। তিনি বলেন, সংক্রমণ প্রতিরোধে টিকা অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জিএভিআই অ্যালায়েন্স (সাবেক গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন এন্ড ইমিউনাইজেশন)-এর সহায়তা কামনা করেন।

তিনি বলেন, 'এই লড়াইয়ে জিএভিআই অ্যালায়েন্স আমাদের সর্বোত্তম সহায়তা দিতে পারে এবং আমরা তাদের করতে দিলে ভবিষ্যতেও তারা তা দেয়া অব্যাহত রাখবে।'জিএভিআই প্রতিষ্ঠার ২০ বছর উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্য বিভিন্ন দেশের সরকার, ফাউন্ডেশন, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বিশ্ব টিকা সম্মেলনের আয়োজন করছে।

শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে জিএভিআই সারাবিশ্বে ৭৬ কোটির বেশি মানুষকে মারাত্মক রোগের টিকা দিয়েছে এবং এক কোটির বেশি মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে।'তিনি বলেন, 'কেবল আমাদের সদিচ্ছাই জিএভিআই'র পূর্ণ তহবিল ও তাদের টিকাদান অবকাঠামো জোরদার নিশ্চিত করতে পারে এবং অতিরিক্ত ৩০ কোটি শিশুকে টিকাদান ও জিএভিআই সহায়তাপুষ্ট দেশগুলোর ৮০ লাখ পর্যন্ত মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাই কেবল আমি নই, সারা দুনিয়া জিএভিআই'র সহায়তায় আপনাদের বক্তব্য শুনতে অপেক্ষা করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব যখন কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মরিয়া হয়ে একটি কার্যকর টিকা খুঁজছে তেমন সময় টিকা বিষয়ক সহায়তায় মিলিত হওয়ার চেয়ে উত্তম সময় আর হতে পারে না।'তিনি বলেন, 'লাখ লাখ শিশু ও গর্ভবতী মায়ের জীবন বাঁচিয়েছে এমন একটি উদ্যোগের একজন অংশীদার হিসেবে আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে পেরে আনন্দিত।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই অভিযাত্রায় সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ও এসডিসিজ অর্জনে জিএভিআই বাংলাদেশের সময়ের সমীক্ষায় উত্তীর্ণ অংশীদার প্রমাণিত হয়েছে। 'অনুদান ছাড়া আমাদের সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি সফল হবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'টিকাদান উদ্ভাবনে জিএভিআই'র সঙ্গে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'ডিজিটাল স্বাস্থ্য তথ্য সিস্টেমই-এর অন্যতম অগ্রসর ব্যবহারকারী হিসেবে এ অঅঞ্চলে ডিজিটাইজিং এবং ডাটা সিস্টেম শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অগ্রদূত হয়েছে।তিনি বলেন, 'আমরা সিনপ্রিন্টস ও এনইসির সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে টিকাদান সেবা উন্নয়ন একটি শিশু বায়োমেট্রিক্স-এর ব্যবহারের বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার আইডি ২০২০, জিএভিআই ও এটুআই'র অংশীদারিত্বে স্বাস্থ্যসেবার জন্য একটি অনন্য ডিজিটাল আইডেনটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমীক্ষা চালাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশাল আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতির বিনিময়ে বাংলাদেশ মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কর্মীরা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সীমিত রাখতে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে সেখানে ৫ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শরণার্থী শিবির।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, বারকিনা ফেশোর প্রেসিডেন্ট রোচ মার্ক ক্রিস্টিয়ান কাবোরে, ইথিউপিয়ার প্রেসিডেন্ট শাহলে ওয়ার্ক জিউডে, জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তনিও গুতেরেস, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড় টেডরোজ এ্যাডানোম গিব্রেসিউস এবং বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং বিল এন্ড মিলেন্দা গেটস ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ার বিল গেটস এতে মূল বক্তব্য রাখেন। সমাপনি বক্তব্য রাখেন জিএভিআই বোর্ডের চেয়ারম্যান ড় নাগোজি ওকোনজো আইওয়েলা।

করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের ১২.১১ বিলিয়ন ডলারের প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৪।। প্রাণঘাতি কোভিড-১৯ ভাইরাসের বিস্তার রোধে দেশব্যাপী শাটডাউন ঘোষণার কারণে জনগণের দুর্ভোগ হ্রাসে সরকার এ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে ১২ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার বা ১,০২,৯৫৭ কোটি টাকার ১৯ টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একটি সূত্র (পিএমও) বৃহস্পতিবার বলেছে, দেশের অর্থনৈতিক কর্মকা- ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে দেশে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার এ পর্যন্ত মোটে ১৯ টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, আর্থিক দিক দিয়ে যার মোট পরিমাণ ১ লাখ ২ হাজার ৯৫৭ কোটি টাকা, অর্থাৎ যা ১২ দশমিক ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ এবং জিডিপির ৩ দশমিক ৭ শতাংশ।'এতে বলা হয়েছে, রফতানিমুখী শিল্প, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প, কৃষি, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি ও প্রাণিসম্পদসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতকে এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় আনা হয়েছে।

প্যাকেজগুলোর মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা খাত সংস্থাগুলোকে কর্মক্ষম মূলধন সুবিধা প্রদানের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, এরপরে ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য চলতি মূলধন সরবরাহের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে।সরকার ঘোষিত অন্যান্য প্রণোদনা প্যাকেজ হলো রফতানিমুখী শিল্পের জন্য বিশেষ তহবিল ৫ হাজার কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক রফতানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) বাড়িয়ে করেছে ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা।এছাড়া রয়েছে, ৫ হাজার কোটি টাকার প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট প্রকল্পের মতো প্রণোদনা প্যাকেজ, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ১০০ কোটি টাকার বিশেষ সম্মাননা, ৭৫০ কোটি টাকার স্বাস্থ্য বীমা ও জীবন বীমা এবং ২ হাজার ৫০৩ কোটি টাকার খাদ্য সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ কর্মসূচি সরকার করে ঘোষণা।

সরকার এখন পর্যন্ত ঘোষিত অন্যান্য প্রণোদনা প্যাকেজ হলো ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকার কৃষি ভর্তুকি, ৫ হাজার কোটি টাকার সঙ্গে কৃষি পুনঃ তফসিলকরণ প্রকল্প, স্বল্প আয়ের পেশাদার কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ৩ হাজার কোটি টাকা পুনঃতফসিল প্রকল্প, প্রতি কেজি ১০ টাকায় চাল বিক্রি করা ২৫১ কোটি টাকা, এবং লক্ষ্যভিত্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নগদ বিতরণ ১ হাজার ২৫৮ কোটি টাকা।

এছাড়াও ভাতা কর্মসূচির আওতা ৮১৫ কোটি টাকা বাড়ানো, গৃহহীন মানুষের জন্য ২ হাজার ১৩০ কোটি টাকা, বাড়িঘর করতে, বোরো ধান/ধান ক্রয় কার্যক্রম (অতিরিক্ত ২ লাখ টন) ৮৬০ কোটি টাকা এবং কৃষিকাজের যান্ত্রিকীকরণের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ করোনভাইরাস শুরু হওয়ার পর ২০০ কোটি টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪ মে, কোভিড-১৯ মহামারীতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লাখ দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা নগদ অর্থ বিতরণ করেছেন।এই কর্মসূচির আওতায় কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লাখ নিঃস্ব পরিবারের প্রত্যেকে মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) এর মাধ্যমে ঈদের আগে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে পেয়েছেন।

সূত্র জানায়, এই নগদ সহায়তার মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি লোক প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। কারণ, ৫০ লাখ পরিবারে প্রতিটি গড়ে চারজনকে গণনা করা হয়েছে।পবিত্র ঈদুল ফিতরের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকার কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্তদের নগদ সহায়তা ছাড়াও খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে।তিনি বলেন, 'আমরা প্রতি কেজি ১০ টাকায় বিক্রি করার জন্য ৮০ হাজার টন চাল বরাদ্দ দিয়েছি এবং এই (মে) মাসে দরিদ্র পরিবারগুলেরা জন্য, তারা যেন এই চাল কিনতে পারেন তাই তার সরকার অতিরিক্ত ৫০ লাখ কার্ড ইস্যু করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোন সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া কর্মহীন ৫০ লাখ পরিবারকে মোট ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, যা প্রতিটি পরিবার মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে পেয়েছে।তিনি আরও বলেন, 'কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দুই দফায় ১৭ কোটি টাকারও বেশি অর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, এবং মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের ১২২ কোটি ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

কর্মকর্তারা বলেন, সরকার সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্যও বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করেছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।মহামারীর কারণে কর্মহীন যুবক ও প্রবাসীদের সহায়তার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনকে মোট আড়াই হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত মূলধন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

কৃষকরা যাতে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পান সে জন্য সরকার ধান ও চাল সংগ্রহ শুরু করেছে। কর্মকর্তারা বলেছেন, 'চলতি মৌসুমে সরকার ২২ দশমিক ২৫ লাখ টন খাদ্যশস্য ক্রয় করবে, যা আগের বছরের চেয়ে ২ লাখ টন বেশি। 'এছাড়াও, সরকার কৃষকদের ভর্তুকি মূল্যে কম্বাইন্ড হারভেস্টর এবং রিপারসযন্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে এবং এর জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

কর্মকর্তারা জানান, কোভিড-১৯ এর কৃষিক্ষেত্রের ক্ষতি পূরণের জন্য কৃষকদের জন্য মাত্র ৪ শতাংশ সুদে অতিরিক্ত ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।সূত্রমতে, রফতানিমুখী শিল্পের জন্য বিশেষ তহবিলের বিপরীতে ৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ সুবিধা কার্যকর করা হয়েছে এবং যারা কাজে যোগ দিতে পারেননি তারাও ৬০ শতাংশ বেতন পাচ্ছেন।এই প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে বেতন এবং ভাতা প্রদান ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বলে সূত্র জানায়।

গত ৩১ মে, প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাদের ১ হাজার ৮৪০ কোটি টাকার ব্যাংক সুদ মওকুফ করতে ১৯ তম এবং সর্বশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন।

সর্বশেষ প্যাকেজ ঘোষণার সময় তিনি বলেছিলেন, সরকার ব্যাংকগুলিকে ভর্তুকি হিসাবে সুদ দেবে এবং এতে প্রায় ১ দশমিক ৩৮ কোটি ঋণ গ্রহীতারা সরাসরি উপকৃত হবেন।শেখ হাসিনা ঈদুল ফিতরের আগে জাতির উদ্দেশে দেয়া তাঁর ভাষণে ঘোষণা করেন, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে, ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য সরকার যে সব কর্মসূচি শুরু করেছে, চলমান সংকট শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো অব্যাহত থাকবে।তিনি বলেন, 'সংকট নিরসন না হওয়া পর্যন্ত আমি ও আমার সরকার আপনাদের পাশে থাকব ইনশাআল্লাহ।

করোনা থেকে বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষায় প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৪।। করোনাভাইরাস মহামারি থেকে দেশের মানুষের সুরক্ষায় প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বৃহস্পতিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুদান গ্রহণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাস মহামারি থেকে বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষায় আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি।করোনাভাইরাস মহামারি থেকে অসহায় মানুষের সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে ২৪টি সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে অনুদান জমা পড়ে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড় আহমেদ কায়কাউস প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির পক্ষে অনুদান গ্রহণ করেন।প্রধানমন্ত্রী জানান, যেহেতু অর্থনৈতিক কার্যক্রম পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়েছে, সরকার এখন মানুষকে বাঁচাতে বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করছে।তিনি বলেন, 'আমরা দেশের মানুষকে সুরক্ষায় চেষ্টা করছি। তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল করা, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা দেয়া, সবদিক থেকে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রত্যেকটা শ্রেণি-পেশার মানুষ সবার কাছে যেন আমরা কিছু না কিছু সহযোগিতা পৌঁছাতে পারি। চিকিৎসাসেবা আমরা ব্যাপকভাবে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছি এবং আমরা দিয়ে যাচ্ছি। বিনা পয়সায় চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। করোনাভাইরাস এটা টেস্ট করা বা চিকিৎসা করা বেশ ব্যয়বহুল। তারপরও আমরা সেটা করে যাচ্ছি।'

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে জমা পড়া ২৪টি অনুদান হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন অথরিটি, কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশ লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানিজ অ্যাসোসিয়েশন, আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড, আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড, লঙ্কা-বাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড, উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জিএমএস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড ও জিএমএস টেক্সটাইল, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিজ, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, আলী বাবা অ্যান্ড জ্যাক মা ফাউন্ডেশন, ফ্যাশন গ্লোব গ্রুপ, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস (বেসিস), সৎসঙ্গ (হেমায়েতপুর, পাবনা), পিপিএস প্লাস্টিক পাইপ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।এছাড়াও ব্যক্তি পর্যায়ে অনুদা দেয়া চারজন হলেন- আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ সাহাবুদ্দি চুপ্পু, গাইনি বিশেষজ্ঞ ডা. রাফা ইসলাম, বারডেমের মেডিকেল অফিসার ডা. সোনিয়া জেমিন প্রীত এবং ডা. জেএইচ শিকদার মেডিকেল কলেজের (মিরপুর) প্রভাষক সাদিয়া আহমেদ।

শিলচর ও লক্ষ্মীপুরের জন্য বরাদ্দ আগামী জুলাই মাসের খাদ্য সুরক্ষার চাল

শিলচর (অসম), ৪ জুন (হি.স.) : কাছাড় জেলার শিলচর এবং লক্ষ্মীপুর মহকুমায় আগামী জুলাই মাসের খাদ্য সুরক্ষার চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এই খবর সরকারি এক বিবৃতির মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (এএওয়াই) এবং প্রায়োরিটি হাউজহোল্ড যোজনা (পিএইচএইচ)-র চাল শিলচর মহকুমার জন্য ৬১৭০৯.১৫ কুইন্টাল এবং লক্ষ্মীপুর মহকুমার জন্য ১২৭৩৭.০৫ কুইন্টাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে বিনামূল্যে ৩৫ কেজি করে এবং পিএইচএইচ কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে বিনামূল্যে ৫ কেজি করে চাল বিতরণ করার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। জুলাই মাসের এই চাল আগামী ৩০ জুনের মধ্যে সংগ্রহ করতে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের এই চাল গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় সমিতির গুদামে পরিবহণ করে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পরিবহণকারীদর গুদাম থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় সমিতির সকল ন্যায্যমূল্যের দোকানে বিতরণ করবেন বলে চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে।

কাছাড় জেলার শিলচর এবং লক্ষীপুর মহাকুমা / জিপিএসএস ভিত্তিক জুলাই মাসের খাদ্য সুরক্ষার এই চাল শিলচর মহকুমার ৩৩ টি এবং লক্ষ্মীপুর মহাকুমার সাতটি সাব-হোলসেলারদের মধ্যে বিতরণের জন্য বলা হয়েছে।

করোনা সংকট: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানালো বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৪।। করোনার এই সংকটময় মুহূর্তে বাণিজ্য-অংশীদারগণকে আরো দায়িত্বশীল বাণিজ্যিক আচরণের আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।তিনি বলেন, এটি অর্থনীতি বা বাণিজ্য সংরক্ষণবাদের সময় নয়। স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে তাদের পূর্ব-প্রতিশ্রুত বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার দিতে হবে।

তিনি বুধবার নিউইয়র্কে এসডিজি অর্থায়নের সমমনা দেশসমূহ আয়োজিত 'কোভিড-১৯ সময়ে এসডিজি অর্থায়ন' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সভায় যোগ দিয়ে একথা বলেন। রাবাব ফাতিমা করোনাজনিত বৈশ্বিক মহামারির প্রেক্ষাপটে 'বিপর্যস্ত গ্লোবাল ভ্যালু চেইন'এর চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন এবং এর ভয়াবহ প্রভাবের ফলে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে ব্যাপকহারে কারখানা শ্রমিকরা চাকুরি হারাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন।

বৈশ্বিক এই মহামারিকে বিশ্বস্বাস্থ্যের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট হিসেবে উল্লেখ করেন স্থায়ী প্রতিনিধি। অংশগ্রহণকারী সুধিজনদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এর প্রভাব আগামী কয়েক বছর ধরে নাজুক দেশগুলোর জনগণ ও অর্থনীতিকে বহন করতে হবে। ইতোমধ্যে কোভিড-১৯ এর কারণে অনেক দেশে এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা বন্ধ রাখতে হচ্ছে, কেননা দেশগুলো তাদের সীমিত সম্পদ জরুরি স্বাস্থ্য ও বাড়তি সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজন মেটাতে ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে।

বাংলাদেশের মতো দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস এবং অভিবাসী শ্রমিকদের প্রত্যাবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মতো নেতিবাচক পরিস্থিতির উদাহরণ টেনে স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, আজ অভিবাসীগণ স্বাস্থ্য, আর্থ-সামাজিক এবং সুরক্ষাজনিত সঙ্কটের মধ্যে পড়েছেন। অভিবাসী গ্রহণকারী দেশসমূহ এই সঙ্কট মোকাবিলা ও উত্তরণে যেসকল পরিকল্পনা গ্রহণ করছে তাতে অভিবাসীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করার এবং তাদের অধিকার রক্ষার আহ্বান জানান তিনি।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা করোনা মহামারিতে দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের পাশাপাশি গ্রুপ ভিত্তিক সহায়তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ১২ দশমিক এক বিলিয়ন ডলারের প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে বলে উল্লেখ করেন।তিনি বলেন, এই প্রণোদনা প্যাকেজ দেশের জিডিপির ৩ দশমিক ৭ ভাগ। অপ্রত্যাশিত এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে আরও শক্তিশালী বৈশ্বিক সংহতি ও সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, কোভিড-১৯ এর মতো মহামারি থেকে টেকসই প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ এই দুর্যোগ মোকাবেলা করে ঘুরে দাড়ানোর সক্ষমতা অর্জন করতে বৈশ্বিক অর্থায়ন প্রক্রিয়াগুলোতে নাজুক উন্নয়নশীল দেশগুলোর ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই দেশগুলোতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চার করতে বেসরকারি ঋনদানকারীর পাশাপাশি ব্যক্তিগত অলস মূলধনও রাখতে পারে কার্যকর ভূমিকা।

জলবায়ুজনিত প্রভাব মোকাবেলার অর্থায়নে আরও জোর প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানান স্থায়ী প্রতিনিধি। তিনি বলেন, এই প্রচেষ্টাসমূহ নাজুক দেশগুলোকে ভবিষৎ দুর্যোগ মোকাবিলায় আরও সক্ষম করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

করোনায় আক্রান্ত ইডি আধিকারিক

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি. স.): এনফর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) এক আধিকারিকের শরীরে মিলল করোনা সংক্রমণ। এরপরেই দক্ষিণ দিল্লিতে অবস্থিত এনফর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কার্যালয়ের একতলা বৃহস্পতিবার থেকে আগামী দুই দিনের জন্য সিল করে দেওয়া হল।

ওই আধিকারিকের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে একান্তবাসে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এনফর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অনুযায়ী দক্ষিণ দিল্লির লোকনায়ক ভবনে অবস্থিত এনফর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কার্যালয় দুই দিনের জন্য সিল করে দেওয়া হয়েছে। এই দুইদিন ধরে ওখানে স্যানিটাইশন বা শোধনের কাজ চলবে। দুইটি তলা নিয়ে এনফর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কার্যালয় এখানে। করোনায় আক্রান্ত ওই আধিকারিককে আপাতত নিজের বাড়িতেই একান্তবাস বা কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে করোনায় নতুন আক্রান্ত ২৪২৩, মৃত্যু ৩৫

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৪।। মহামারি করোনাভাইরাসে বাংলাদেশে নতুন করে আরও দুই হাজার ৪২৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। সেই সাথে মারা গেছেন ৩৫ জন।

বৃহস্পতিবার কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) (বর্তমানে মহাপরিচালকের দায়িত্বে) ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানিয়েছেন।তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী, করোনাভাইরাসে দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৭৮১ জনে দাঁড়াল। এছাড়া আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭ হাজার ৫৬৩ জন।নতুন মারা যাওয়াদের মধ্যে ২৯ জন পুরুষ এবং ছয়জন নারী।গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের ৫০টি ল্যাবে ১৩ হাজার ৭৮৮টি নমুনা সংগ্রহ এবং মোট ১২ হাজার ৬৯৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এ কর্মকর্তা আরও জানান, নতুন করে ৫৭১ জন করোনা থেকে সুস্থ হওয়ায় মোট সুস্থ হয়েছেন ১২ হাজার ১৬১ জন।

করোনাভাইরাসে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৮৫ হাজার ৮৭৩ জন। সেই সাথে এ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৬৪ লাখ ২৯ হাজার ৪৫৩ জন।যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির (জেএইচইউ) সেন্টার ফর সিস্টেম সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তথ্য অনুযায়ী, ব্রাজিলে ৫ লাখ ৮৪ হাজার ১৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। দক্ষিণ আমেরিকার এ দেশটিতে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে ৩২ হাজার ৫৪৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দেশটিতে এ পর্যন্ত এক লাখ ৭ হাজার ১৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৮ লাখ ৫১ হাজার ৫৩০ জন আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড রয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র নিউইয়র্কেই এখন পর্যন্ত ৩০ হাজার ১৯ জন মারা গেছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাজ্যে ৩৯ হাজার ৮১১ জন। এছাড়া, ইতালিতে ৩৩ হাজার ৬০১ জন, ফ্রান্সে ২৯ হাজার ২৪ জন এবং স্পেনে ২৭ হাজার ১২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

দিল্লিতে করোনার দৌরাত্ম নিয়ে উদ্বিগ্ন হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি. স.): দিল্লিতে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। চিন্তার ভাঁজ ক্রমেই চওড়া হচ্ছে প্রশাসনিক আমলাদের কপালে। এমন পরিস্থিতিতে রাজধানীর স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন।

ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হওয়া এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপরাজ্যপাল অনিল বৈজাল, দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন এবং দিল্লির তিনটি পৌরসভার আধিকারিকরা। দিল্লির করোনা হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য গ্রহণ করেন হর্ষবর্ধন। করোনা রোধ করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে বলেছেন তিনি। দিল্লির ঝুঁকিপূর্ণ (কন্টেনমেন্ট জোন) এলাকা কি দশায় রয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। করোনা রোধে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাও খতিয়ে দেখেন তিনি। করোনা রোগীদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের একান্তবাসে (কোয়ারেন্টাইন) নিয়ে আসার প্রক্রিয়া আরও দ্রুততার সঙ্গে করতে বলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বিগত তিনদিনে হাজারের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।সবমিলিয়ে নতুন করে আক্রান্ত ১৫১৩। আক্রান্তের নিরিখে গোটা দেশে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লি। আগে এই জায়গাটায় ছিল তামিলনাড়ু। রাজধানীর বিভিন্ন সরকারি দফতরে করোনা পজিটিভ মিলেছে।এমনকি দুইদিন আগে উপরাজ্যপালের দফতরে দুই কর্মীর শরীরে করোনা সংক্রমণ মেলে।

অসমে নয়া ৪৭ জন করোনাক্রান্তের তথ্য, সংখ্যা বেড়ে ১৮৭৭, ছুটি ২৯ জনের

গুয়াহাটি, ৪ জুন (হি.স.) : অসমে ১৯০০-এর ঘর স্পর্শ করার পথে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার এই খবর লেখা পর্যন্ত নতুন ৪৭ জনের শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণের রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৭৭।

ছয়ের পাতায়

আমফানের ত্রাণ বন্টন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ বাম ও কংগ্রেসের

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.): আমফানে বিপর্যস্ত রাজ্যের একাধিক জেলা। এতগুলো দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি। ত্রাণ বন্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বিপর্যস্ত মানুষরা আদৌ কতটা ত্রাণ পাবে, তা নিয়ে সন্দিহান সিপিআই (এম) এবং কংগ্রেস।

বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বিরোধী দলগুলির নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলনের ফলেই একপ্রকার চাপে পড়ে জেলাশাসকদের এই নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। মূলত শাসকদলের অনুগামীরা ত্রাণের সিংহভাগ অংশ পাচ্ছে। ফলে দুর্গত মানুষদের বঞ্চিত হতে হয়েছে।গোটা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী খুব ভালোভাবেই জানেন। তাই দুর্নীতি রোধে তিনি জেলাশাসকদের এমন নির্দেশ দিয়েছেন।

স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের চাপে পড়ে আদৌ জেলাশাসক এবং মহকুমা আধিকারিকরা ত্রাণ বন্টনের প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছ রাখতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন প্রদীপবাবু। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, জেলা পরিষদ ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না জেলাশাসকেরা।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সামাজিক সংগঠনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রদীপবাবু জানিয়েছেন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন সহ একাধিক সংগঠন নিরবিচ্ছিন্নভাবে দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বন্টন করে গিয়েছে। এক্ষেত্রে তারা অসাধারণ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন।এইসব সংগঠনগুলি পারলে রাজ্য সরকার কেন পারবে না। ত্রাণ বন্টনের ক্ষেত্রে প্রশাসনের সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পিএমকে কেয়ার ফান্ড থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য করার দাবি তোলেন।কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে করোনা পরিস্থিতিতে এই দড়ি টানাটানি নিয়ে বলতে গিয়ে প্রদীপবাবু জানিয়েছেন, ২০২১ সাল পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে।এক দল ক্ষমতায় আসতে চাইছে। অন্য দল ধরে রাখতে চাইছে। ফলে এটা চলবে।সিপিআই (এম) - এর বর্ষীয়ান নেতা মহম্মদ সেলিম জানিয়েছেন, বিরোধীদের ক্রমাগত আন্দোলন ও অসহায় মানুষের চিৎকারের জেরে মুখ্যমন্ত্রী এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আদতে পুরোটাই সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে একটা লোক দেখানো। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত নিয়ম মেনে সর্বদলীয় ত্রাণ কমিটি গঠন করা। কিন্তু সেটা হয়নি। ফলে ত্রাণে বরাদ্দ করা খাদ্যশস্য তৃণমূল কর্মীরা লুট করবে। এমন পরিস্থিতিতে স্বাধীনভাবে জেলাশাসক এবং মহকুমাশাসকদের কাজ করতে দেওয়া উচিত।উল্লেখ করা যেতে পারে, বুধবার সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক এবং এসপিদের সাধারণ মানুষের মধ্যে ত্রাণ বন্টন করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। রেশন নিয়ে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল তার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্যই এই পদক্ষেপ রাজ্য প্রশাসনের বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দক্ষিণ কাশ্মীরে ফের সন্ত্রাসী হামলা গুরুতর জখম স্বাস্থ্যকর্মী

শ্রীনগর, ৪ জুন (হি.স.): দক্ষিণ কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের উপদ্রব কমছে না, বরং আরও বাড়ছে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার ইয়ারিপোরা এলাকায় পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে হামলা চালাল সন্ত্রাসবাদীরা। এই হামলায় পুলিশ কর্মীরা অক্ষত থাকলেও, গুরুতর জখম হয়েছেন একজন স্বাস্থ্যকর্মী। একটি গাড়িতে চেপে যাওয়ার সময় পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা।

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে ইয়ারিপোরা এলাকায় পুলিশ কর্মীদের উপর হামলা চালিয়ে পালিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। এই হামলায় ইমতিয়াজ আহমেদ নামে একজন সাধারন নাগরিক (পেশায় স্বাস্থ্যকর্মী) আহত হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে অনন্তনাগের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ব্লক মেডিকেল অফিসার জানিয়েছেন, ইয়ারিপোরা উপ-জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী ইমতিয়াজ। তাঁর শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গাছ কেবল প্রাণ নয়, গাছের অপর নাম আতঙ্কও

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.): আবার এসে গেল ৫ জুন, মানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। প্রতি বছরই এই সময়টা গাছ লাগানোর আবেদন ওঠে নানা মহলে। বর্ষার মুখে ওই দিনে গাছও লাগানো হয় বিস্তর। গাছের উপযোগিতা সংশয়াতীত। কিন্তু যাঁরা গাছের জন্য সমস্যায় পড়ছেন, তাঁদের সঙ্কট কে দুর করবেন? সামনে রাস্তার বিপরীতে আমফানের দুর্যোগে গাছের বড় ডাল পড়ে আপনার বাড়ির বড় ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে গাছ কাটতে পারবেন না। অনেক চেষ্টা করে ডাল ছাঁটাতে পারবেন।ক''মাস বাদে ফের সেই ডাল বড় ও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।অনেকের মত আমরাও এ কারণে আতঙ্কে রয়েছি পরবর্তী সম্ভাব্য বিপদের কথা ভেবে।

বরিষ্ঠ গ্রন্থাগারিক বিনায়ক সেনগুপ্ত ফেসবুকে এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন "কি বিপত্তি। সেদিনের বিধ্বংসী ঝড়ে ২০/৫, আমার ছাদের কার্নিশে দুটি মেহগিনি গাছ সশব্দে আছড়ে পড়ে। বলে রাখি, গাছ দুটি আমাদের বসানো নয়, আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও গাছ দুটি ওই জায়গায় বসানো হয়েছিল। গাছের ডালপালা বারান্দার কাঁচের শার্সিতে আঘাত করতেই ঝনঝনিয়ে তা ভেঙে পড়ে। আতংকগ্রস্ত আমরা নিচে রয়েছি। ওপরের তলায় কী কান্ড যে ঘটছে তা উঠে গিয়ে দেখার কোনো অবকাশই নেই। ঝড়ের ঝাপটায় গাছ দুটো ক্রমাগত কার্নিশে ধাক্কা মারছে আর নিচে আমরা গুমগুম ভারী একটা শব্দ শুনছি আর আশংকা করছি এই বুঝি দোতালার বারান্দা ভেঙে পড়ে। ঝড়ের গতি খানিক থামলে, সামান্য দরজার পাল্লাটি ফাঁক করে দেখি দুটিগাছই হেলে পড়ে আছে, ছাদের দেওয়াল ঘেঁষে, গাছ দুটির মাথার অংশ তখন ছাদ ছাড়িয়ে। কেবলই ভাবছি সকাল হলেই গাছটি সরাবার দায় শেষ পর্যন্ত আমাদের ওপরেই পড়বে। তখনও আরো যে কিছু হওয়া বাকী - বুঝিনি। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের গতি আরো বাড়তে থাকে। আবার প্রচন্ড শব্দ, মাটি কেঁপে উঠল। এর আগে উত্তর দিক থেকে ঝড়ের ঝাপটা গাছ দু" টোকেকে নাড়িয়ে দিয়ে আমার বাড়ির কার্নিশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল. এবার হল কি ঘূর্ণি ঝড়টা আরো শক্তি সঞ্চয় করে এল দক্ষিণ দিক থেকে, আর অবলীলায় গাছ দুটোকে মূল সুদ্ধ উপড়িয়ে ভূমিতে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলল। মাঝরাতে উঠে সে দৃশ্য ও চাক্ষুষ করলাম। ঝড় তো দেখেছি অনেক, কিন্তু তার এই বিভীষিকাময় প্রলয়ংকররূপ, এই প্রথম। '

অপর একটি পোস্টে বিনায়কবাবু লিখেছেন,' গাছ আমাদের উপকারী বন্ধু, সন্দেহ নেই। আমাদের প্রাণবায়ুর যোগান সেই দেয়। সব ঠিক আছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সব পাড়াতেই কিছু উৎসাহী যুবকের দল, অবশ্যই দলপুষ্ট, আছে, যারা কোন গাছ কোথায় বসাতে হয়, সে সবের ধার ধরে না, বসিয়েই খালাস। মেহগনি গাছ পাঁচিলের ৫-৬ ফুট দূরে ভাবতে পারো।'

এই পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় শ্রুবাবতী চক্রবর্তী লিখেছেন,' এ নিয়ে অনেক পাড়ায় খুব বাদানুবাদ হয়েছে আগেও আমি শুনেছি। ' প্রশান্ত চ্যাটার্জী লিখেছেন, "আমরাও পাশের বাড়ির এই অত্যাচারের শিকার। তারা গাছ কখনো নিজেদের জায়গার মধ্যে লাগাবে না। এখনও একটি আশফল গাছ একেবারে আমাদের বাড়ির গায়ে লেগে আছে। আগেই ওদের কাটতে বলেছিলাম, কিন্তু সেই অনুরোধে কান দেবার কোন দরকার মনে করেনি. '

অর্থাৎ, গাছের জন্য আতঙ্কিত লোকের সংখ্যা নেহাত কম নয়।তা বলে কি লোকে গাছ পুঁতবে না? এই প্রতিবেদক বেশ ক''বছর সপরিবারে জার্মানিতে ছিলেন। দেখেছেন, যত্রতত্র, যে কোনও গাছ লাগিয়ে দায় সাড়ার ব্যাপারটা ওদেশে একদম নেই।প্রতিটি শহর, প্রতিটি রাস্তা, পার্ক পরিকল্পিত। বাছাই গাছ লাগানো হয়। একটু বড় হলে এমনভাবে ত্রিকোন ফেন্সিংয়ে রাবারের বন্ধনী দিয়ে সেটাকে সাপোর্ট দেয়া হয় হয় যে বেঁকে ত্রিভঙ্গমুরারী হয়ে যায় না। প্রতিটিতে পরিচর্যার নৈপুণ্যের ছাপ। গোটা ইওরোপেই দেখেছি এ রকম সবুজায়ন। বিভিন্ন শহরের মাঝে পরিকল্পিত বনাঞ্চল। কোন গাছের কত আয়ু, কোন অংশে কী রকম, ক''টি গাছ সব হিসাব থাকে স্থানীয় নগর প্রশাসনের কম্পিউটারে। ধরুন একটা গাছের আয়ু ৪০ বছর। সেই গাছটা ঠিক সময় কেটে ফেলবে ওরা। ইকোলজির ভারসাম্য রাখতে তার আগে ওর কাছে লাগিয়ে দেবে অন্য চারা।এই দৃশ্য ভারতে ভাবা যায় না। তাই এ দেশে গাছ মানে যেমন জীবন।তেমনই গাছের আপর নাম আতঙ্কও।

পূর্ণিমার কোটালে বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢোকার আশঙ্কা

সুন্দরবন, ৪ জুন (হি. স.): ঘূর্ণিঝড় আমফানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার নদীবাঁধ। বহু জায়গাতেই নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে গ্রাম। এখনও অনেক জায়গাতেই নদীর নোনা জল গ্রাম থেকে নামেনি। সেই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় বাঁধ মেরামতির চেষ্টা করছে সেচ দফতর। ইতিমধ্যেই নদীর বাঁধের ভাঙা অংশ কোন রকমে মেরামতি করা হয়েছে। কিন্তু সেই জায়গা দিয়ে আবারও চুইয়ে চুইয়ে জল ঢুকছে গ্রামে।

বৃহস্পতিবার যে পরিমানে জল নদীতে বেড়েছে তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন এলাকার মানুষজন। অন্যদিকে পূর্ণিমার কোটাল শুরু হয়েছে। এই কোটালে নদীর জল প্রচুর পরিমানে বাড়তে শুরু করেছে। আগামী তিনদিন আরও অনেকখানি জল বাড়বে। ফলে সেই বাড়তি জলের চাপ এই নড়বরে নদীবাঁধ রোধ করতে পারবে কিনা তা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাই আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন। সেচ দফতরের উদ্যোগে যদিও যুদ্ধকালিন তৎপরতার সাথে নদী বাঁধ মেরামতির কাজ হচ্ছে, তবুও সেই বাঁধ কতটা জলের চাপ সহ্য করতে পারবে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। ক্যানিংয়ের মধুখালি এলাকায় দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার নদীবাঁধ ভেঙে গিয়েছিল আমফানে। মাতলা নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল বিস্তীর্ণ এলাকা। এই এলাকার মানুষজন এখনো ঘরছাড়া। বাঁধ মেরামতি হয়নি। এলাকার মানুষজন খুবই কষ্টে রয়েছেন। তার উপর আবারও পূর্ণিমার ভরা কোটালে বাঁধ ভেঙে জল ঢুকলে তারা কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন তা নিয়েই আতঙ্কিত এই প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজন। একই অবস্থা গোসাবার রাঙাবেলিয়া, পুঁইজালি, কালিদাসপুরের। তবে সেচ দফতরের তরফ থেকে অতিরিক্ত কর্মী ও জিনিষপত্র মজুত করা হয়েছে প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায়, যাতে পূর্ণিমার কোটালে বাঁধ ভেঙে গেলেও দ্রুত সেই বাঁধ মেরামতি করে ফেলা যায় সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

ছুটি ২৯ জনের

পাচের পাতার পর

পাশাপাশি আজ আরও ২৯ জনের কোভিড-১৯ পরীক্ষায় নেগেটিভ আসায় বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। ২৯ জনকে ছুটি এবং নয়া ৪৭ জনের যোগ-বিয়োগ করে রাজ্যে এখনও পজিটিভ সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১৪২৮।

আজ সকাল ১১:৪০ মিনিটে দিনের প্রথম টুইট আপডেটে একসঙ্গে নয়া ৪৭ জনের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে বলে জানিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁরা হোজাইয়ের ৩৩ জন, ধেমাজির ৬ জন, বঙাইগাঁওয়ের ৪ জন, বরপেটার ৩ জন এবং বাকসা জেলার একজন। এর পর বিকেল ৪:৪০ মিনিটের দ্বিতীয় টুইটে আজ আরও ২৯ জন কোভিড-১৯ আক্রান্তকে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করা করেছে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। এঁদের মধ্যে গুয়াহাটির মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালের ১৪, বরপেটার ফকরউদ্দিন আলি আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৫, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৪, গোলাঘাট কোভিট হাসপাতালে ৩, গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ১ এবং ধেমাজির কোভিড হাসপাতালের ২ জন। দু-দুবারের টেস্টে তাঁদের রেজাল্ট নেগেটিভ আসার হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। এ নিয়ে কোভিড-১৯-এর হামলা থেকে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪৪২ জন। প্রসঙ্গত, গতকাল সর্বাধিক ২৬৯ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। গত ১৩ মে থেকে আজ এখন পর্যন্ত মোট ১৭৯৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন এই মারণ কোভিড-১৯ সংক্রমণে।

২১''র নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক মমতার

কলকাতা, ৪জুন (হি.স.) : ইতিমধ্যেই ভার্চুয়াল মাধ্যমকে হাতিয়ার করে জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছে চাইছে বিজেপি। রেশন দুর্নীতি ও ঘূর্ণিঝড় আমফানের পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য প্রশাসনের ব্যর্থতাকে হাতিয়ার করে একুশের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছে বঙ্গ বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির রণকৌশলে ভঙ্গ দিতে ৫ জুন শুক্রবার দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামীকাল ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বৈঠক হবে।

সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে কিভাবে একুশের বিধানসভা ভোটের প্রচার করা যায় এই নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এছাড়াও প্রত্যেক বিধায়ককে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সেই দায়িত্ব পালনে কোনো অবহেলা বরদাশ করা হবে না বলেও জানিয়ে দিতে চায় দল। এদিকে পরিযায়ী শ্রমিকসহ একাধিক ইস্যু নিয়ে রাজ্যকে কোণঠাসা করে চলেছে বিজেপি। সেই সমস্ত অভিযোগের কিভাবে পাল্টা জবাব দেওয়া যায় কিভাবে একুশের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে করোনা আবহে প্রচারে নামা যায় টা নিয়েও আলোচনা হতে পারে বৈঠকে।

পাশাপাশি এই করোনা পরিস্থিতিতে কীভাবে বিধায়কদের নিজ নিজ এলাকায় কাজ চালাতে হবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারেন দলনেত্রী।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়াগুলি আলোচনা করেন। এদিন বৈঠক চলাকালীন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মরিসন বলেন, "চাহিদা ও মূল্যবোধের নিরিখে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্ক খুবই দৃঢ়। আমাদের বন্ধুত্ব আরও মজবুত করার জন্য অপরিসীম সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগকে বাস্তবে পরিণত করাটাই চ্যালেঞ্জ। আমাদের সম্পর্ক গোটা রিজিয়নের স্থিতাবস্থায় কার্যকরী ভূমিকা নেবে।" এদিন মরিসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই কঠিন সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় থাকা ভারতীয় সম্প্রদায় ও পড়ুয়াদের উপর নজর রাখার জন্য ধন্যবাদ। তিনি বলেন, "শুধু দুটো দেশের জন্য নয়, আমাদের মজবুত সম্পর্ক গোটা রিজিয়নের জন্যই কার্যকরী।" মোদীকে এদিন মরিসন বললেন, যদি ভারতে যেতে পারতাম, তাহলে কিছুতেই মোদী হাগ মিস করতাম না।

পরের বার গুজরাতি খিচুড়ি বানাব। পরের বার দেখা করার আগে রান্নাঘরে এই পদ বানাব। মরিসনের কথা শুনে হেসে মোদী বললেন, "ভারতে খিচুড়ি সকলেরই খুব পছন্দের পদ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। গুজরাতবাসী খুবই খুশি হবেন এটা জেনে যে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী গুজরাতি খিচুড়ি সম্পর্কে জানেন"। খানাপিনার পাশাপাশি ২০১৪ সালের নির্বাচনী প্রচারে মোদী যেভাবে হলোগ্রাম ববহার করেছিলেন, সে বাপারেও চর্চা করেন মরিসন।

এ দিনের বৈঠকে দু'দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য এবং প্রতিরক্ষা-সহ বেশি কিছু বিষয় উঠে এসেছে। মোদী বলেন, "ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে একটা দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এই সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে সহায়তা করেছে।" অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল ভারত। দু'দেশের মধ্যে যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে উঠেছে, তা শুধু ভারত-অস্ট্রেলিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলেও এই সম্পর্কের অনেক তাতর্য রয়েছে বলেও এ দিন জানিয়েছেন মোদী। তিনি বলেন, "অতিমারির এই সময়ে আমাদের এই স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।" মোদী আরও জানান, এটাই সেরা সময় দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও মজবুত করার। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীও স্কট মরিসনও মোদীকে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, মোদীকে 'প্রযুক্তির পথপ্রদর্শক' হিসেবেও সম্বোধন করেছেন মরিসন। বৈঠক শেষে মরিসন বলেন, "এই কঠিন সময়ে ভারত একটা ইতিবাচক শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। আমাদের সম্পর্ককে আরও অনেক দূর নিয়ে যেতে হবে। আরও মজবুত করতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "প্রযুক্তির পথপ্রদর্শক ভারত। যা আজকের দিনে ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক।" এই বৈঠকে দু'দেশের সমুদ্র বাণিজ্যও প্রসঙ্গও উঠে এসেছে।

প্রতীমা

● **প্রথম পাতার পর**

গালিগালাজ করেছেন। ভয়ে চিকিৎসা কর্মীরা বাইরে বেরিয়ে আসেন। খবর পেয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ও পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এ-বিষয়ে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স এসডিপিও প্রিয়া মাধুরী মজুমদার বলেন, রোগীদের খাবার সরবরাহ নিয়ে ভগৎ সিং যুব আবাসে সমস্যা হয়েছিল। তাতে রোগীরা হই-হট্টগোল করেছেন। তাঁর কথায়, কয়েকদিন ধরে খাবার নিয়ে রোগীরা অসন্তোষ জানাচ্ছিলেন। কারণ, খাবারের গুণমান সঠিক না হলে মানুষ আপত্তি জানাবেনই। গতকাল রাতে রোগীরা রেগে গিয়ে খাবার ছুঁড়ে ফেলে দেন। কিন্তু, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের মারধর করেননি। তাঁর দাবি, রোগীরা উত্তেজিত হয়ে যাওয়ায় চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা বাইরে বেরিয়ে যান। তবে, রাতেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তাঁদের খাবার নতুন করে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

ওই ঘটনায় আজ সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক খোঁজ নিতে ভগৎ সিং যুব আবাসে যান। সেখানে চিকিৎসক, অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী এবং ক্যান্টিন কর্মীদের সাথে কথা বলেন। রোগীদের খাবার সরবরাহে গুণমানের প্রশ্নে কোনও আপস করা চলবে না, তা নিশ্চিত করতে বলেছেন তিনি। এ-বিষয়ে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, সামান্য ভুল বোঝাবুঝির কারণে ওই ঘটনা ঘটেছে। তবে রোগীদের খাবার সরবরাহ সহ যাবতীয় সমস্ত বিষয় তদারকির জন্য একজন অতিরিক্ত জেলা শাসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ক্যান্টিন পরিচালনায় গাফিলতির কারণেই রোগীদের খাবার সরবরাহে ত্রুটি হয়েছে। অবশ্য তার পেছনে কারণ সম্পর্কে তিনি দাবি করেন, প্রতিদিন নতুন রোগী আসছেন। ফলে ক্যান্টিন পরিচালনায় ত্রুটি হয়ে গেছে। তিনি আশ্বস্ত করেন, এখন থেকে করোনা রোগীর খাবার সরবরাহে গুণমানের প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

সম্মতি জানিয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন ইন্সেন্টিভ স্কিমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৭,০৯৩ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তেমনি, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জন্য ২৯, ০২৩ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

স্বামী

● **প্রথম পাতার পর**

সন্ধ্যা রাতে নিজ বাড়ির বিছানা থেকে উদ্ধার হয়েছিল রত্না গোপ নামে মধ্যবয়সী মহিলার রক্তাক্ত দেহ। তার মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল। খবর পেয়ে এসডিপিও অনির্বাণ দাস ও আমতলি থানার ওসি সিদ্ধার্থ শঙ্কর করের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে মানিক গোপই তার স্ত্রীকে খুন করে পালিয়ে গেছে। পরবর্তীতে দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ। পাশাপাশি আমতলি থানার পুলিশ অভিযুক্ত মানিক গোপের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় খুনের মামলা রুজু করে। যার নম্বর — ৪৭/২০২০। এরপর তাকে ধরতে তৎপরতা শুরু করে পুলিশ। টানা চারদিনের মাথায় শেষ পর্যন্ত ধর্মনগর থেকে জালে পড়লো অভিযুক্ত ব্যক্তি। অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হতেই তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

এদিকে, রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী বৃহস্পতিবার মৃতার বাড়িতে যান এবং ঘটনার সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়েছেন। তিনি জানান, এই ধরনের ঘটনা এরাজ্যে ঘটবে তা কখনোই কাম্য নয়। সাত্রিশ বছরের বৈবাহিক জীবন মানিক গোপের। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন যাবৎ মানিক গোপ তার স্ত্রীকে নির্যাতন করে আসছিলেন। মহিলা কমিশন চাইছে অভিযুক্ত ব্যক্তির কঠোরতম শাস্তি হোক।

ফেইসবুকে ব্যাঙ্গচিত্র পোস্ট করার প্রতিবাদে সরব যোগী সেনা, পারুল প্রকাশনিতে ধুন্ধুমার, সাংবাদিক নিগ্রহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। ফেইসবুকে একটি ব্যাঙ্গচিত্র পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে তৎপর হল যোগী সেনা নামক একটি সংগঠন। সংগঠনের কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলা শহরের পারুল প্রকাশনীতে গিয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। মূলত ওই পোস্টটি করেছিলেন পারুল প্রকাশনির অধিকর্তা জয়জীৎ সাহা। যোগী সেনার সমর্থকরা দোকান বন্ধ করার জন্য হুমকি ধমকি দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যায় পুলিশ। এই সময়ের মধ্যে সেখানে পৌঁছে সাংবাদিকরাও। সেখানে অঞ্জন দেব নামে এক চিত্র সাংবাদিকের উপর হামলা করে দুর্বৃত্তরা। তার ক্যামেরা ছিনতাই করা হয়। মুহুর্তের মধ্যেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে কোনও রকমে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।এদিকে সাংবাদি অঞ্জন দেবের উপর হামলার ঘটনায় পশ্চিম থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অন্যদিকে এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেস ক্লাব, ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ন। সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয়েছে অবিলম্বে সাংবাদিক নিগ্রহের সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। এছাড়া সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রদেশ এনএসইউআই'র সহ সভাপতি সম্রাট রায়। তিনি দোষীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবী জানিয়েছেন।

প্রেসক্লাবের সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ

আগরতলা, ৪ জুন।। আগরতলা প্রেসক্লাবের সংবিধান সংশোধনীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের জন্য ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছ। কমিটির চেয়ারম্যানের পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধনীর জন্য যারা প্রস্তাব দিতে আগ্রহী তারা আগামী সাত দিনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সংশোধনী সহ প্রস্তাব প্রেসক্লাবে লিখিত আকারে জমা দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সংশোধনী প্রস্তাব জমা পড়ার পরই এই সংক্রান্ত সাব কমিটি বসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

গ্রাম প্রধানকে ছুরিকাহত করার ঘটনায় উত্তেজনা ইয়াজেখলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ জুন।। গতকাল পশ্চিম ইয়াজেখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হাপিজ মিয়ার পেটে ছুরি মারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এই ব্যাপারে ইরানি থানায় মামলা ও পাল্টা মামলা করা হয়েছে। বিষয়টি রাজনৈতিক রং দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে যেকোনও সময় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

দেশে

● **প্রথম পাতার পর**

১১২২ জনের, হরিয়ানায় ২৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৩৪ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৫ জনের, কর্ণাটকে ৫৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১১ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৩৭১ জন, মহারাষ্ট্রে ২,৫৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৭ জনের, পঞ্জাবে ৪৭ জন, রাজস্থানে ২০৯ জনের, তামিলনাড়ুতে ২০৮ জন, তেলেঙ্গানায় ৯৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ৮ জন, উত্তর প্রদেশে ২২৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩৪৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপের দিকে এগোচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭৪,৮৬০, দিল্লিতে ২৩, ৬৪৫ তামিলনাড়ুতে ২৫,৮৭২, অন্ধ্রপ্রদেশে ৪০৮০ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন (প্রত্যেকেই সুস্থ) অরুণাচল প্রদেশে ৩৮ জন, অসমে ১৬৭২ জন, বিহারে ৪৩৯০ জন, চন্ডীগড়ে ৩০১ জন, ছত্তিশগড়ে ৬৬৮ জন, দাদর নগর হাভেলিতে ৮ জন, গোয়ায় ৭৯ জন, গুজরাটে ১৮,১০০ জন, হরিয়ানায় ২৯৫৪ জন, হিমাচল প্রদেশে ৩৫৯ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ২৮৫৭ জন, ঝাড়খণ্ডে ৭৫২ জন, কেরলে ১৪৯৪, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৪০৬৩ জন, লাদাখে ৯০ জন, মধ্যপ্রদেশে ৮৫৮৮ জন, মণিপুরে ১১৮ জন, মেঘালয় ৩৩ জন, মিজোরামে ১৪ জন, নাগাল্যান্ডে ৫৮ জন, ওড়িশায় ২৩৮৮ জন, পুদুচেরিতে ৮২ জন, পঞ্জাবে ২৩৭৬ জন, রাজস্থানে ৯৬৫২ জন, সিকিম একজন, তেলেঙ্গানায় ৩০২০ জন, ত্রিপুরায় ৪৬৮ জন, উত্তরাখণ্ডে ১০৮৫ জন, উত্তর প্রদেশে ৮৭২৯ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৭৪৮৩ জন।

ফের পাহাড়

● **প্রথম পাতার পর**

সালে এভাবে মাইগ্রেনডিসায় ধস নেমে প্রায় আড়াই মাস পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছিল। তবে লামডিং-বদরপুর রেলপথের ধস বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও নির্মাণ শাখার ইঞ্জিনিয়াররা ক্যাম্প করে সমস্ত কাজ তদারকি করছেন বলে জানা গেছে।

উৎসব

● **প্রথম পাতার পর**

পারস্পরিক দূরত্ব বজায় থাকছে না, তাই আজ থেকে মন্দির বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

করোনা-সংক্রমিত ৯,৭২০

আটের পাতার পর

বারমের-এ ২ জন, কোটায় ৭ জন এবং নাগাউর ও সওয়াই মাধোপুরে একজন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৯,৭২০-এ পৌঁছেছে। মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬,৮১৯ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ২৬৯২ এবং মৃত্যু হয়েছে ২০৯ জনের।

আসবেন শিলচরে

আটের পাতার পর

শতাব্দীপ্রাচীন প্রান্তিক শহর করিমগঞ্জের জলমগ্ন বাস্তব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখলে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বুঝতে পারতেনস করিমগঞ্জের নাগরিকরা কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছেন। নোংরা আবর্জনায় পরিপূর্ণ এবং জলমগ্ন শহরের বাস্তব চিত্র মুখ্যমন্ত্রীর স্বচক্ষে পত্যক্ষ করা একান্ত আবশ্যক ছিল, অভিমত শহরের নাগরিকদের।

রাজ্যপালের

তিনের পাতার পর

হয়েছে। আমি নিজে রাজভবনে এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ভারতীয় জাদুঘর, জাতীয় গ্রন্থাগার, সায়েন্স সিটি, বারাকপুরের লাটবাগানে (ফ্ল্যাগস্টাফ হাউল) বৃক্ষরোপনে যুক্ত থাকব।"

এর আগে গতকাল রাজ্যপাল বলেন, "বিপর্যয়জনিত শূন্যতা পূরণের জন্য ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মান্যতা দিতে হবে। এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের শ্লোগান 'সেলিব্রেট বায়োডাইভার্সিটি'। বেশ কয়েক লক্ষ গাছ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসে রাজ্যের সকলকে উদ্যোগী হওয়ার আবেদন করছি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে ইতিমধ্যে উপাচার্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছি।

ক্রীড়াঙ্গন

শ্রীলঙ্কার তিন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ম্যাচ গড়াপেটার তদন্ত চালাচ্ছে আইসিসি

দুবাই, ৪ জুন (হি. স.) : দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার সন্দেহে তিনজন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ম্যাচ গড়াপেটার তদন্ত চালাচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা আইসিসি। এখবর জানান শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী দালাস আলাহাপ্পেরুমা। শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডের তরফেও এই খবরের সত্যতা স্বীকার করে জানান হয়েছে এই তিন ক্রিকেটার বর্তমান দলের নয়।

শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী দালাস আলাহাপ্পেরুমা অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে জানান, দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার সন্দেহে অন্তত তিনজন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। এই তিনজন ম্যাচ গড়াপেটায় যুক্ত রয়েছেন বলে সন্দেহ করছে আইসিসি। ক্রীড়ামন্ত্রী আক্ষেপ প্রকাশ করেন খেলাধুলার জগৎ ও খেলোয়াড়দের নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য। যদিও দালাস স্পষ্ট করে জানাননি যে, এই তিন ক্রিকেটার বর্তমান দলের, নাকি প্রাক্তন।

যদিও, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড পরে নিশ্চিত করে দেয় যে, বর্তমান দলের কোনও ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে আইসিসির কোনও অভিযোগ নেই। ক্রীড়ামন্ত্রীর উল্লেখ করা তিন ক্রিকেটারই ইতিমধ্যে খেলা ছেড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, তিন প্রাক্তন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে আইসিসি তদন্ত চালাচ্ছে। এবিষয়ে শ্রীলঙ্কা বোর্ডের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়, "শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের জোরালো বিশ্বাস সম্মানীয় ক্রীড়ামন্ত্রী যাঁদের বিরুদ্ধে আইসিসির দুর্নীতি দমন শাখার তদন্ত শুরুর কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা প্রাক্তন ক্রিকেটার। তাঁদের কেউই বর্তমান জাতীয় দলের খেলোয়াড় নন।"-

করোনা পরবর্তী সময়ে লাভবান হতে চলেছে স্পিন বোলিং,আশাবাদী কুম্বলে

মুম্বই, ৪ জুন (হি. স.) : করোনা পরবর্তী সময় লাল বলের ক্রিকেটে লালা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে চলেছে। এটা পেসারদের কাছে বড় ধাক্কা হলেও লাভবান হতে চলেছে স্পিন বোলিং। আশাবাদী আইসিসি ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক অনিল কুম্বলে। লকডাউনের পর পরিস্থিতি অনুযায়ী এবার ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মতো পরিবেশেও টেস্টে নিয়মিত জোড়া স্পিনার খেলানোর সুযোগ আসছে বলে মনে করেন কুম্বলে। তাঁর মতে অন্যান্য খেলার তুলনায় ক্রিকেটে সুবিধা হল, এখানে পরিস্থিতি অনুযায়ী পিচের চরিত্র বদল করা যায়। ব্যাটিং ও বোলিংয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন মতো পিচ তৈরি করা যায়। এই সুযোগ অন্য কোনও খেলায় নেই।

তিনি বলেন, "এবার সময় এসেছে টেস্টে স্পিনারদের ফিরিয়ে আনার। বিশেষ করে উপমহাদেশের বাইরে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ডের মত দেশে টেস্ট ক্রিকেটে দু'জন স্পিনার খেলানো যাবে। তা সে পিচে ঘাস রাখা হোক অথবা পিচ শুকনোই হোক না কেন। ওয়ান ডে ও টি-২০ ক্রিকেটে বলের পালিশ বজায় রাখার প্রসঙ্গ নিতান্ত গৌণ। তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা থাকে না। তবে টেস্টে বল পালিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সবসময়। পেসাররা সাহায্য না পেলেও অমসৃণ বলে সুবিধা পেতে পারে স্পিনাররা।"

উল্লেখ্য, কুম্বলের নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট কমিটিই আইসিসিকে প্রস্তাব দিয়েছে বল পালিশের ক্ষেত্রে লালার ব্যবহার বন্ধ করার। এ-প্রসঙ্গে তিনি জানান, মেডিক্যাল কমিটির পরামর্শ মত তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ, ঘামের তুলনায় লালার মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা সবথেকে বেশি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় জাত তুলে কটাক্ষ করে মামলার মুখে যুবরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.) : সোশ্যাল মিডিয়ায় জাত তুলে কটাক্ষ করে মামলার মুখে ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের নায়ক যুবরাজ সিং ! প্রাক্তন সতীর্থ যুজবেন্দ্র চাহলকে সোশ্যাল মিডিয়ায় জাত তুলে কটাক্ষ করায় যুবরাজের বিরুদ্ধে মামলা করলেন দলিত অধিকার কর্মী ও অ্যাডভোকেট রজত কলসান।

এপ্রিলে রোহিতের সঙ্গে ইনস্টাগ্রাম লাইভ সেশনে টিকটকে চাহলের ভিডিও নিয়ে কথা বলছিলেন যুবরাজ। তখনই তিনি ওই মন্তব্য করেন। একইসঙ্গে চাহলের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে টিকটক ভিডিও করা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন যুবরাজ। তাঁর কথা শুনে হাসেন রোহিত। সোশ্যাল মিডিয়ায়

যুবরাজের এই মন্তব্য ভাইরাল। অনেকেই দাবি করেন, যুবরাজকে ক্ষমা চাইতে হবে। ওই ঘটনার পর জাত সংক্রান্ত বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করার জন্য যুবরাজের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন দলিত নেতা রজত কলসন। যুবরাজকে এই মন্তব্য থেকে বিরত না করায় তিনি রোহিত শর্মারও সমালোচনা করেছেন।-

কাসিয়াসের স্মৃতিতে উজ্জ্বল রিয়াল-অধ্যায়

রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ১৯৯৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত রঙ ছড়িয়ে বর্তমানে খেলছেন এফসি পোতর্তোর হয়ে। ভক্তদের সঙ্গে অনলাইনে আলাপচারিতায় ইকের কাসিয়াস মুখোমুখি হলেন রিয়ালের সেই সোনালি দিনগুলো নিয়ে ওঠা নানা প্রশ্নের। মাদ্রিদের দলটির হয়ে অভিষেকের ক্ষণ, প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়, 'লা দেসিমা' চক্রপূরণ থেকে শুরু করে ২০১৩-১৪ মৌসুমের ফাইনালে সের্হিও রামোস সমতাসূচক গোলটি করার পর তার কানে কানে কি বলেছিলেন, সে কৌতূহলও মেটালেন স্পেনের সফল এই গোলরক্ষক।

রিয়ালের হয়ে বর্ণিল ক্যারিয়ারে তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, পাঁচটি লা লিগাসহ অনেক শিরোপার স্বাদ পেয়েছেন কাসিয়াস। ৩৯ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক জাতীয় দল স্পেনের হয়ে জিতেছেন ২০১০ বিশ্বকাপ, ২০০৮ ও ২০১২ সালের ইউরো।

সাফল্যমণ্ডিত রিয়াল-অধ্যায় ছাড়িয়ে নানা দিক নিয়ে কথা বললেন কাসিয়াস; স্পেন জাতীয় দলে অভিষেক, পোর্তোয় লিগ জয়, আরও কত কি।

লা দেসিমা: আমার জন্য এটা জেতা ছিল অনেকটা নির্ভার হওয়ার মতো। সমর্থকদের জন্য আমি খুব খুশি অনুভব করছিলাম। আমার মনে হয়, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দশম শিরোপার জন্য লম্বা সময়ের সংগ্রাম বিশেষ স্বাদ যোগ করেছিল। ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতায় কয়েকটা কঠিন বছর কাটানো পর শেষ পর্যন্ত ওই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য আমরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

লিসবনের ফাইনালে রামোসকে যা বলেছিলেন: তুমিই হচ্ছো...বস এবং রিয়ালকে লা দেসিমা এনে দেওয়া খেলোয়াড় সবসময় তুমিই থাকবে!! এরপর ওকে চুমো দিয়েছিলাম।সেরা বছর: অনেকগুলো আছে। একটু মজার ব্যাপার হচ্ছে, অন্যতম সেরা মৌসুম ২০১৩-১৪, যেটাতে আমি খুব বেশি খেলিনি। ওই মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে ভুল করা সত্ত্বেও যে ২৪টি ম্যাচ খেলেছিলাম, অনুভব করি ভালো খেলেছিলাম-যদিও যতটা খেলার কথা ছিল তার চেয়ে কম খেলেছিলাম। মজার ঘটনা: প্রথমত, আমি যখন প্রথম খেলা শুরু করলাম, কিছুটা অস্বচ্ছন্দ্যবোধ করতাম সতীর্থদের উদ্দেশে চিৎকার করে নির্দেশনা দিতে, যেটা করা সব গোলরক্ষকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পেছন থেকে নির্দেশনা দেওয়া-এই পজিশন থেকে পুরো মাঠ দেখা যায়। কিন্তু শুরুতে এজন্য আমাকে লড়াই করতে হয়েছে (নিজের সঙ্গে)...সতীর্থরা আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছিল। তারা বলেছিল তাদের উদ্দেশে চিৎকার করে নির্দেশনা দিতে এবং কার উদ্দেশে আমি চিৎকার করছি, সেটা কোনো ব্যাপার নয়।

কবি-সাহিত্যিকেরা যখন ক্রিকেটার

লন্ডন কাউন্টি ক্লাব ও এমসিসির সেই ম্যাচের আগে বা পরে তোলা হয়েছিল ছবিটা। কিংবদন্তি ডব্লু জি গ্রেসকে তো তাঁর বিখ্যাত দাড়ি দেখে সহজেই চিনে ফেলার কথা ক্রিকেটপ্রেমীদের। গ্রেসের পাশেই বসে আছেন শারলক হোমসের স্রষ্টা স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (দ্বিতীয় সারিতে ডান দিক থেকে দ্বিতীয় জন)। সম্ভবত এটাই দুজনের একসঙ্গে একমাত্র ছবি, যা পরে ছাপা হয়েছিল ইংল্যান্ডের এক সময়ের বিখ্যাত দ্য স্ট্রান্ড ম্যাগাজিন-এ। ফাইল ছবি লন্ডন কাউন্টি ক্লাব ও এমসিসির সেই ম্যাচের আগে বা পরে তোলা হয়েছিল ছবিটা। কিংবদন্তি ডব্লু জি গ্রেসকে তো তাঁর বিখ্যাত দাড়ি দেখে সহজেই চিনে ফেলার কথা ক্রিকেটপ্রেমীদের। গ্রেসের পাশেই বসে আছেন শারলক হোমসের স্রষ্টা স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (দ্বিতীয় সারিতে ডান দিক থেকে দ্বিতীয় জন)। সম্ভবত এটাই দুজনের একসঙ্গে একমাত্র ছবি, যা পরে ছাপা হয়েছিল ইংল্যান্ডের এক সময়ের বিখ্যাত দ্য স্ট্রান্ড ম্যাগাজিন-এ। আজ থেকে ১২০ বছর আগে দক্ষিণ লন্ডনে দেখা হয়েছিল দুই চিকিৎসকের।

তাঁদের একজনের বয়স তখন ৫২, পাস করেছেন ব্রিস্টল মেডিকেল স্কুল থেকে। তাঁর চেয়ে বছর দশকের ছোট অন্যজন, ওই ভদ্রলোক ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলের ছাত্র। মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুনাম ছিল একজনের, অন্যজন চক্ষুবিশেষজ্ঞ। ৫০ পেরোনো ভদ্রলোক তত দিনে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত রয়্যাল কলেজ অব সার্জনের (এমআরসিএস) সদস্য হয়ে গেছেন, অন্যজন মাত্র ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় দ্বিতীয় বোয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এসেছেন চিকিৎসক হিসেবে। ২৫ আগস্ট, ১৯০০ সালে আপার নরউডের ক্রিস্টাল প্যালেস পার্কে তাঁদের সাক্ষাতে অবশ্য চিকিৎসাসংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে ছিল না। তাঁরা মুখোমুখি হয়েছিলেন একটি ক্রিকেট ম্যাচে! বয়স্ক ভদ্রলোক খেলছিলেন লন্ডন কাউন্টি ক্লাবের হয়ে। অন্যজন ছিলেন প্রতিপক্ষ মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি) দলে।

ঘটনাটা ঘটল ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে। লন্ডন ক্রিকেট ক্লাবের ওপেনার মেডিসিনের চিকিৎসক ভদ্রলোককে আউট করা যাচ্ছে না কিছুতেই। ১৫টি চারে ১১০ রান হয়ে গেছে তাঁর। কিছু একটা করা দরকারএই ভেবে এমসিসি অধিনায়ক চক্ষুবিশেষজ্ঞ নিজেই বল তুলে নিলেন হাতে। অফ স্টাম্পের ওপর হাফ ভলি বল, ফিল্ডারদের বেশির ভাগও অফ সাইডে। বুড়ো চিকিৎসক ভাবলেন অন সাইডে সুইপ করবেন। ব্যাটে-বলে হলো না। ওপরের কানায় লেগে বল গেল উইকেটরক্ষকের হাতে। ঠিক সেই মুহূর্তে জন্ম হলো ক্রিকেট কুইজের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রশ্নটার।

শার্লক হোমসের স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বসাহিত্যে যিনি অমর হয়ে আছেন, তিনি নিজেও বোধ হয় ক্রিকেটার পরিচয়টা খুব বেশি প্রকাশ করতে চাইতেন না। নইলে কোনান ডয়েলের ৫৬টি ছোটগল্প আর ৪টি উপন্যাস মিলিয়ে ক্রিকেটের প্রসঙ্গ মাত্র দুইবার আসবে কেন! তা-ও খুব সাদামাটাভাবে। 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব প্রিয়রি স্কুল' গল্পে একটা ক্রিকেট ক্যাপের কথা এসেছে, আর 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব থ্রি স্টুডেন্টস' গল্পে এক ছাত্রকে দেখা যায় তার কলেজের হয়ে ক্রিকেট খেলতে। কোনান ডয়েলের পুরো সাহিত্যকর্মে ক্রিকেট স্রেফ এটুকুই! অথচ খুব ভালো ক্রিকেটার না হলেও ক্রিকেটটা তিনি লেখালেখির চেয়ে কম ভালোবাসতেন না। ১০ ম্যাচের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে ২৩১ রান করা ডয়েল ক্রিস্টাল প্যালেস পার্কে সেদিন কিংবদন্তি ডব্লু জি গ্রেসকে আউট করে এতটাই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন যে পরে এটা নিয়ে রীতিমতো ৭৬ লাইনের একটা কবিতাও লিখেছিলেন। এমনকি ধারণা করা হয়, 'শার্লক হোমস' নামটিও আসলে নটিংহ্যামশায়ারের এক ক্রিকেটারের নাম থেকে নেওয়া। শার্লকের বড় ভাই মাইক্রফট হোমসের নামও এসেছে ডার্বিশায়ারের এক ক্রিকেটারের নাম থেকে। ডয়েলের ক্রিকেটপ্রেম এখানেই শেষ নয়। ১৮৯১ সালে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার-সাহিত্যিক মিলে গড়ে তুলেছিলেন 'অথারস ক্রিকেট ক্লাব', ডয়েল সেটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ক্লাবের অন্য সদস্যদের নাম শুনবেন? টেডি বিয়ার 'উইনি দ্য পুহ'-এর স্রষ্টা অ্যালান আলেকজান্ডার মিলনে, দলের সবচেয়ে ভালো ফিল্ডার মনে করা হতো তাঁকে। ছিলেন ক্যারি অন, জিবস-এর লেখক পি জি উডহাউজ, অলরাউন্ডার হিসেবে যাঁর খ্যাতি ছিল সতীর্থদের মধ্যে। 'পিটার প্যান'-এর স্রষ্টা জে এম ব্যারি অবশ্য বাকিদের মতো এত ভালো ছিলেন না, তবে খেলাটা এত ভালোবাসতেন যে তাঁকে একাদশে রাখতেই হতো সব সময়। এঁরা প্রায় দুই দশক নিয়মিত প্রীতি ম্যাচ খেলেছেন। এ রকমই একটা প্রীতি ম্যাচে ডয়েলের সেঞ্চুরি করা ব্যাটটা এখনো আছে লর্ডসের জাদুঘরে। মূল দলটা ভেঙে যাওয়ার প্রায় ১০০ বছর পর ২০১২ সালে ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক নিকোলাস হগের নেতৃত্বে আবার পুনর্গঠিত হয় 'অথারস ক্রিকেট ক্লাব'। এরপর থেকে তাঁরা আবার প্রীতি ম্যাচ খেলছেন। কখনো সাংসদদের দল, কখনো অভিনেতা বা রাজপরিবারের সদস্যদের বিপক্ষে। সাহিত্যিক-ক্রিকেটার নিয়ে যেহেতু গল্প হচ্ছে, স্যামুয়েল বেকেটের নামটা না বললেই নয়। ওয়েটিং ফর গডোখ্যাত আইরিশ ঔপন্যাসিক সাহিত্যে নোবেল পান ১৯৬৯ সালে। তবে তারও প্রায় চার দশক আগে ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে যে দুটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচও খেলেছেন বেকেট, সেটা অনেকেরই হয়তো অজানা। ইতিহাসের একমাত্র নোবেলজয়ী প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার হিসেবে বেকেট স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সব সময়। ঔপন্যাসিকেরা ক্রিকেট খেলবেন, কবিরা পিছিয়ে থাকবেন কেন! সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংলিশ কবি মনে করা হয় যাঁকে, সেই লর্ড বায়রন ক্রিকেট খেলেছেন নিয়মিত। ডান পায়ের পেশি ও অ্যাঙ্কেলে জন্ম থেকে সমস্যা ছিল রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের পুরোধা এই কবির। কিন্তু সেটি তাঁর ক্রিকেটপ্রেমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। লর্ডসে ১৮০৫ সালে ইটনের বিপক্ষে হ্যারোর প্রথম ম্যাচেই খেলেছেন হ্যারোর হয়ে। খুব একটা ভালো ক্রিকেটার অবশ্য ছিলেন না ডন জুয়ান-এর লেখক। পায়ের জন্মগত সমস্যার কারণে তাঁকে দলে নিতে চাইতেন না অধিনায়কেরা। আরেক নোবেলজয়ী নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টারের কথা না বললেই নয়। তিনিও খুব একটা ভালো ক্রিকেটার ছিলেন না। শখ করে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতেন। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেননি। তবে পিন্টারের ক্রিকেটপ্রেম ছিল ভীষণ। যেকোনো লেখায় ক্রিকেটের উপমা দিতে ভালোবাসতেন। ইয়র্কশায়ার ক্রিকেট ক্লাবের সমর্থকেরা মিলে গড়ে তুলেছিলেন 'গাইয়েটিস ক্রিকেট ক্লাব' নামে একটি সংঘ, পিন্টার ছিলেন সভাপতি। ক্রিকেট এতটাই তাঁর জীবনজুড়ে যে ছিল একবার বলেছিলেন, 'সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে যে কয়েকটি ভালো জিনিস সৃষ্টি করেছেন, ক্রিকেট তার মধ্যে সেরা। এটা এমনকি যৌন সম্ভোগের চেয়েও আনন্দময়।' ক্রিকেট কতটা ভালোবাসলে এ কথা বলা সম্ভব!

rd CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Dhalai District. Under Section 52 (A) Sub-Section 2 of Indian Forest Act (IFA) 1927. The details are as:

Sl. No.	Vehicle Reg. No.	Date & time of seizure	By whom
1	TR-01J-0546	12/02/2020 at 4:30 PM	Sri Bivision Debbarma, Fr, FPU, Manu

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest office. Therefore it is one again brought to legal notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her claim over the vehicle to the Authorized Officers (District Forest Officer, Dhalai) within 25(twenty five) days from the date of issue of this notice along with copies of all relevant documents supporting ownership, falling which the decision regarding the confiscation of all the articles seized shall be take ex-parte. Issued under my seal & signature this day on

ICA/D-155/2020-21

Sd/- (Authorized Officer)
District Forest Officer Dhalai
District, Ambassa

NOTICE INVITING E-TENDER

Ref,No:P.3(65)-DDWG/2020-21/247 Datech-021 /2020

Oz behalf of the Governor, Tripura undersigned, as Deputy Director of Horticulture, Gomati District invites an e-Tender in Single Bid System (Technical 86 Financial) for determining the single rate of Arecanut seedling in the district for supply of Arecanut Seedlings from the individual nursery men having a valid license issued by the state Govt. under Tripura Horticultural Nursery Regulation Act, 2013. Bid may be submitted by eligible Bidders till 17.06.2020, 5:00 PM for supply of Arecanut seedling. All the information of the above stated tender is available in https://tripuratenders.gov.in 86 contact at M - 9436135419 / 9862620323.

ICA/C-468/2020-21

Dy. Director of Horticulture
Gomati District, Udaipur

PNIeT NO- 30/EE/PWWWS3/AM13/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura. single bid Item rate e-tender PWD(FORM-8) The details are below;

SI	DNIeT NO	Estimated No	Deadline Cost of bidding
I	DNIe-T No.25/ EE/PWWWSV AMB/2020-21	797021.00	17-06-2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955 .

ICA/C-462/2020-21

For and on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

বৃহস্পতিবার বাজারে এসে গেলো রসালো ফল আনারস। ছবি- নিজস্ব।

বৃষ্টিতে দিশেহারা শান্তিরবাজারের ক্রেতা বিক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ জুন।। করুনা ভাইরাসথেকে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য শান্তির বাজারের সব্জী বাজার স্থানান্তরিত করে শান্তির বাজার দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয় মাঠে নেওয়াহয়েছে। কোনোপ্রকার পরিকাঠামো ছারাই বাজার স্থানান্তরিত করাতে ক্ষুব্ধ শান্তির বাজারের সব্জী ব্যাবসায়ীরা। লকডাউনের চতুর্থ দফা শেষে বাজারের সকল দোকানপাঠ খোলারাখার সময়সীমা বৃদ্ধীকরাহলেও সব্জীবাজারের কোনোপ্রকার উন্নয়ন হয়নি। এতেকরে বিপাকে পরতেহয় সব্জী ব্যাবসায়ীথেকে সাধারন লোকজনদের। শ্রমজীবি লোকজন দৈনিক কাজশেষে বিকেলবেলা বাজার করতে বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতেহয়। এইদিকে ব্যাবসায়ীদের সঙ্গে কথাবলে জানাযায় অন্যান্যদিন প্রখর রোদে মাঠে ব্যাবসা করতে উনাদের অসুবিধার সন্মুখিন হতেহয়। প্রখর রোদেফলে উনাদের অধিকাংশ সব্জী নষ্টহয়েযায়। আজ বৃষ্টিতেও উনারা বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতেহচ্ছে। সামান্যবৃষ্টিহলে এই মাঠটি জলে ও কাঁদায় পরিপূর্ন হয়েযায়। এতেকরে অধিকাংশ লোকজন বাজারমুখী হতেচাননা। এইব্যাপারে মহকুমা শাসককে জানালে মহকুমা শাসক এক সাপ্তাহেরমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহনকরার পতিশ্রতিদিয়ে কেটেপরেনবলে অভিযোগ। এইনিয়ে এক সব্জী ব্যাবসায়ী জানান বর্তমানে শান্তির বাজারে অধিকাংশ সব্জী ব্যাবসায়ী বাজারে আসছেননা। এর কারন অর্থের অভাব ও উৎপাদিত ফসলের অভাব। মহকুমার বাইরেথেকে সব্জী না আসার কারনে অনেক ব্যাবসায়ী আর বাজারে আসছেননা। এখন হতেগুনা কিছু ব্যাবসায়ী ব্যাবসাকরেযাচ্ছে। উনারা চাইছেন উনারা পূর্বের জায়গায় ফিরেযেতে। এতেকরে উনারা স্বতস্ফূর্তভাবে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে উনাদের ব্যাবসা চালিয়ে যেতে পারবেবলে আশাবেক্ত করেন। উনারা জানান আজকের বৃষ্টির জলে কয়েকটি দোকানপাঠ বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হয়েছে। অপরদিকে মাঠে জল ও কাদারফলে আজকে সাপ্তাহিক বাজার হবার পরও সব্জীবাজারে লোকসমাগম খোবইকম। এখন দেখার বিষয় ব্যাবসায়ী ও লোকজনের উন্নয়নের স্বার্থে প্রষাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

মাস্ক পরিধান না করায় কল্যাণপুরে জরিমানা বহু লোককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রাজ্যেও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও একাংশের জনগণের মধ্যে এ বি,য়ে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং জনবহুল স্থান, বাজার হাটে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হলেও অনেকেই এর কোন তোয়াক্কা করছেন না। প্রশাসন এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে ময়দানে নেমেছে। কল্যাণপুর ও কাঞ্চনপুর পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে আর্থিক জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ২ জনকে তানায় তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। কল্যাণপুর থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর বাজারে তল্লাশি চালানো হয়। সাপ্তাহিক হাটবারে কল্যাণপুরে সামাজিক দূরত্বের কোন বালাই ছিল না। মাস্ক পরিধান না করায় শতাধিক মানুষকে আর্থিক জরিমানা করা হয় এবং সচেতন করা হয়। একইবাবে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর বাজারেও মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হানা দেওয়া হয়। মাস্ক পরিধান না করায় ১১ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা আদায় করা হয়েছে। জনগণকে সচেতন করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

চিনা আগ্রাসন রুখতে লাদাকে বোফোর্স মোতায়েন ভারতের

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি. স.): কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানকে দুরমুশ করে দেওয়া বোফোর্স তোপ পূর্ব লাদাখে চিন লাগোয়া মূল নিয়ন্ত্রণ রেখা এলএসির কাছে মোতায়েন করল ভারত। এর থেকে স্পষ্ট যে চিনের কোনও চাপের কাছে নতিস্বীকার করবে না মোদী সরকার। গলবন উপত্যকা থেকে চিনা সেনা দুই কিলোমিটার পিছু হটলেও প্যাংগং সো হ্রদের কাছে ফিংগার ৪ কাছে এখনো মোতায়েন রয়েছে লাল ফৌজ। গলবন থেকে চিনে সেনার এত সহজে পিছু হটা হাল্কা ভাবে নিচ্ছে না ভারত। এটা লাল ফৌজের কোনও রণ কৌশলগত চাল হতে পারে বলে মনে করছেন সেনা আধিকারিকেরা। তাই সতর্কতা হিসেবে অত্যাধুনিক বোফোর্স তোপ মোতায়েন করা হয়েছে। আকাশ পথে চিনকে জবাব দিতে অনন্তনাগে গড়ে তোলা হচ্ছে যুদ্ধবিমান অবতরণ ও উত্তরণের জন্য রানওয়ে বা এয়ার স্ট্রিপ। সীমান্তে উত্তেজনা কম করার জন্য দুই বাহিনীর মধ্যে এখনো পর্যন্ত ছয় দফায় বৈঠক হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। শেষবার ২ জুনের বৈঠকও নিষ্ফলা থেকে যায়।৬ জুন দুই দেশের সেনার মধ্যে ব্রিগেডিয়ার স্তরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সবার নজর সেই দিকেই। মনে করা হচ্ছে এই বৈঠকে নিশ্চিত ভাবেই সমস্যার সমাধান হবে। এই বৈঠকে দুই সেনার তরফে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদমর্যাদা সম্পন্ন আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করবে। গলবন উপত্যকা থেকে চিনা সেনা দুই কিলোমিটার পথ পিছু হটেছে। কিন্তু ভারত এখনো পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে চলেছে। সেই কারণে চিনের কোনও প্রকারের নেতিবাচক উদ্দেশ্যকে রুখে দিতে বোফোর্স তোপ বসিয়েছে ভারত। এ ছাড়াও মূল নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে একটি এয়ার স্ট্রিপ বা যুদ্ধবিমান অবতরণ এবং উত্তোলনের সহায়ক রান বানাচ্ছে ভারত। অনন্তনাগে ৪৪ নম্বর হাইওয়ের কাছে এই রানওয়ে তৈরি করা হচ্ছে। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতির জন্য এই রানওয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তেলিয়ামুড়া গ্রামীণ ব্যাঙ্কে মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জুন।। সারা বিশ্বজুড়ে যখন চলছে করোনা ভাইরাসের দাপাদাপি আর সেই কারণে চার দফার লকডাউন শেষ হয় বর্তমানে রাজ্য চলছে আনলক ১। আর এই আনলক ১ এর চতুর্থ দিনে সংবাদ প্রতিনিধির ক্যামেরায় ধরা পড়ল তেলিয়ামুড়া মহকুমার গ্রামীণ ব্যাংক থেকে এক চিত্র।
আর এই চিত্রে উঠে এলো একপ্রকার কুম্ভ নিদ্রায় পুলিশ প্রশাসন। মাসের প্রথম, আর এই প্রথম দফায় সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে সকল অংশের মানুষেরা সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স বা সামাজিক দূরত্ব কে একপ্রকার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ভিড় জমাচ্ছে ব্যাংক গুলোতে। প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যাংক গুলোতে পুলিশ এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের মোতায়েন করে রেখেছে যাতে সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স বা সামাজিক দূরত্ব মানা হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া গ্রামীণ ব্যাংকের চিত্র দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এক প্রকার দায় সারা মনোভাব নিয়ে ডিউটি করছে পুলিশ কর্মী বাবুরা। এক প্রকার লাগামহীন ভাবে ডিউটি করছে বলা চলে। বৃহস্পতিবার ব্যাংকে ঢুকে দেখা গেল ব্যাংকে আসা সকল গ্রাহকরা সকলেই জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাংবাদিকদের ক্যামেরা দেখে এক প্রকার বাধ্য হয়ে পুলিশ ম্যাডাম দায়সারাভাবে গিয়ে সকলের কাছে অনুরোধ করে সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স বা সামাজিক দূরত্ব যাতে মানা হয়।

সিটু্য অফিসের সামনে ধর্ণা কর্মী সমর্থকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়ন, কৃষকসভা এবং সিটু্যর যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সিটু্য অফিসের সামনে সাংগটনিক কর্মসূচী পালন করা হয়। সাংগঠনিক কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত, প্রাক্তন মন্ত্রী ও সিটু্য নেতা মানিক দে প্রমুখ। তারা বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে, রেগার কাজ বৃদ্ধি, মজুরি বৃদ্ধি, পরিযায়ী শ্রমিকদের পর্যাপ্ত সাহায্য প্রদান সহ বেশকিছু দাবি উস্থাপন করেন। এসববিষয়ে তারা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রতিকূল আবহাওয়া, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি সফর বাতিল মুখ্যমন্ত্রীর, আসবেন শিলচরে

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ জুন (হি.স.) : বুধবার রাত থেকে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। প্রতিকূল আবহাওয়া। তাই মুখ্যমন্ত্রীর করিমগঞ্জ সফর বাতিল হয়ে গেছে। বাতিল হয়েছে হাইলাকান্দি সফরও। কেবলমাত্র কাছাড়ের জেলা সদর শিলচরেই আজ বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল সফরসূচি বহাল রয়েছে। জানানো হয়েছে সরকারিভাবে। জানানো হয়েছে, শিলচরে বরাক উপত্যকার তিন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা সভা করবেন তিনি। ওই সভায় থাকবেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর, মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য এবং উপত্যকার কয়েকজন বিধায়ক।
করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কালিগঞ্জের করিমপুর গ্রামে ভূমিধস বিধ্বস্ত এলাকা আজ আকাশপথে পরিদর্শনের কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। পরিদর্শন করে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সঙ্গে এক পর্যালোচনা সভা করার কথা ছিল।
এদিকে করিমপুরে ভুমিধসে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের হাতে এককালীন সহায়তার চার লক্ষ টাকা করে চেক খোদ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল নিজের হাতে তুলে দেবেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমন সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতাও চলছিল জোর কদমে। কিন্তু প্রকৃতি বিরূপ হওয়ায় সব কিছু ভেস্তে গেছে।
মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারে বরাকের তিন জেলায় মঙ্গলবার ভোর ও সকালে সংগঠিত ভূমিধস এলাকা পরিদর্শনের কথা ছিলো। সেই হিসাবে করিমগঞ্জের সরকারি বালক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের খেলার মাঠে অস্থায়ীভাবে হেলিপ্যাডও নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু ভারী বর্ষণের ফলে হেলিপ্যাডটি মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার অবতরণের অনুপযোগী হয়ে ওঠে। অপরদিকে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সমগ্র শহরও জলমগ্ন। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরও শহরে চলাফেরা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর করিমগঞ্জ সফর বাতিল করা ছাড়া উপায় ছিল না বলে জেলা প্রশাসনের জনৈক আধিকারিক জানান।
এদিকে শহরের একাংশ সচেতন জনগণ অভিযোগ করেছেন, করিমগঞ্জ শহরের সার্বিক চিত্র মুখ্যমন্ত্রীর নজরে না আনতে হয়ত কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর সফর বাতিল করা হয়েছে। ছয়ের পাতায় দেখুন

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,৩৪৯ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ৩২,৫৬৮

ব্রাসিলিয়া, ৪ জুন (হি.স.): ব্রাজিলে দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, মৃত্যুও হু হু করে বাড়ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে নতুন করে ১,৩৪৯ জন করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে ব্রাজিলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩২,৫৬৮।
মৃত্যুর পাশাপাশি ব্রাজিলে হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই মুহূর্তে ব্রাজিলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৮৪, ৫৬২। স্বস্তির বিষয় হল-মারণ এই ভাইরাসকে পরাজিত করে ব্রাজিলে সুস্থ হয়েছেন ২৬৬, ১৩২ জন।

অন্ধ্রে ছুরি হামলায় জখম ওয়াইএসআরসিপি নেতা, তদন্তে পুলিশ

বিশাখাপত্তনম, ৪ জুন (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের হামলায় গুরুতর জখম হলেন ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির একজন নেতা। এছাড়াও আরও দু'জন জখম হয়েছেন। জখম অবস্থায় ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির ওই নেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিশাখাপত্তনমের কোম্মালাপুড়ি গ্রামের ঘটনা। পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার রাতে বিশাখাপত্তনমের কোম্মালাপুড়ি গ্রামে ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির নেতা জি সত্যনারায়ণকে ছুরি দিয়ে হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। এছাড়াও আরও দু'জন জখম হয়েছেন। হামলা চালানোর পরই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় জি সত্যনারায়ণ-সহ ৩ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রত্যেকেই বিপদমুক্ত। এফআইআর রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ওয়াশিংটনে ভাঙা হল গান্ধীজির মূর্তি! দুঃখপ্রকাশ আমেরিকার

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.): আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর-প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলন ক্রমশই হিংসাত্মক হয়ে উঠছে। সম্পত্তি ভাঙচুর, মারামারি চলছিল আগেই। পোড়ানো হয়েছিল গির্জাও। এবার বিক্ষোভকারীদের নিশানায় ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী! অহিংস নয়, আন্দোলনের রূপরেখা সহিংস, এই বার্তা দিতেই ওয়াশিংটন ডিসি-তে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি ভাঙচুর করল বিক্ষোভকারী। এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছে মার্কিন প্রশাসন। দ্রুত মূর্তি সারিয়ে ফেলার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন পুলিশ।
দুঃখপ্রকাশ করে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেন জাস্টার জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন ডিসি-তে গান্ধী মূর্তির প্রতি অবমাননায় অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। প্রসঙ্গত, গত ২৫ মে থেকে উত্তাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নেপথ্যে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডের হত্যা। অনেকেই বলছেন ১৯৬৯ সালে মার্টিন লুথার কিং-এর মৃত্যুর পর বিরাট অশান্তি হয়েছিল আমেরিকায়। পরবর্তী কয়েক দশকে এত বড় বিক্ষোভ দেখেনি আমেরিকা।

আতশবাজি খাইয়ে মেরে ফেলা ভারতীয় সংস্কৃতি নয় : প্রকাশ জাভড়েকর

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.): মজার আড়ালে চরম নিষ্ঠুরতা! কেরলের মল্লপুরমে ফলের ভিতরে বাজি পুড়ে খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল গর্ভবতী হাতিকে, শরীরের ভিতরে সেই বাজি ফেটে কষ্ট পেতে পেতে মৃত্যু হয় ওই গর্ভবতী হাতির। মর্মান্তিক এই ঘটনায় স্তব্ধ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। অত্যন্ত নিন্দার সুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, আতশবাজি খাইয়ে মেরে ফেলা মোটেও ভারতীয় সংস্কৃতি নয়।
বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর জানিয়েছেন, কেরলে হাতি মৃত্যুর ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করছে কেন্দ্রীয় সরকার। সঠিকভাবে তদন্ত করা হবে এবং দোষীদের গ্রেফতার করা হবে। আতশবাজি খাইয়ে মেরে ফেলা ভারতীয় সংস্কৃতি নয়। প্রকাশ জাভড়েকর আরও জানান, কেরলে হাতি মৃত্যুর ঘটনায় স্তব্ধ, অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং ভারতীয় সংস্কৃতি নয়। মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, আমরা সিনিয়র অফিসারদের ইতিমধ্যেই সেখানে পাঠিয়েছি। অপরাধীদের গ্রেফতার করে শাস্তি দেওয়া হবে।
প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে মর্মান্তিক ও নক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছিল কেরলের মল্লপ্পুরমে। খাবারের খোঁজে গর্ভবতী হাতিটি জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে চলে এসেছিল। সেখানে রাস্তায় ঘুরে খাবারের খোঁজ করছিল সে। কিন্তু সে সময় স্থানীয় বাসিন্দারা আনারস খেতে দেয় তাকে। সেই আনারসের মধ্যে ভর্তি ছিল পটকা-বাজি। বাজি ভর্তি আনারস খেতেই মুখের ভিতর ফেটে যায় বাজি। যার জেরে হাতিটির মুখ, পেট ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই যন্ত্রণা নিয়েই ভেলিয়ার নদীর ধারে পৌঁছয় সে। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে নদীর জলেই শুঁড় ডুবিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্ষতের জেরে সে খেতেও পারছিল না। পরে মৃত্যু হয়।

মেন্ধরে জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান নিরাপত্তা বাহিনীর

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি. স.): জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের মেন্ধর সেক্টরের আটটি গ্রামে তল্লাশি অভিযান চালালো নিরাপত্তা বাহিনী। বৃহস্পতিবার সকালে জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার গোপন খবর পায় নিরাপত্তাবাহিনী। তারপরেই ওই আটটি গ্রামে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। সামরিক পরিভাষায় এই ধরনের তল্লাশি অভিযানকে কর্ডন এন্ড সার্চ অপারেশান বলা হয়। অর্থাৎ গোটা এলাকাটি ঘিরে ধরে তল্লাশি চালানো। এই ধরণের চিরুনি তল্লাশি চলাকালীন প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ঢুকে জঙ্গিদের খোঁজে অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। এই তল্লাশি অভিযানে যোগ দেয় সেনা, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং সিআরপিএফ। বসতি এলাকা হওয়ায় আগে থেকে সতর্ক হয়ে এই অভিযান চালানো হয়। গ্রামগুলিতে ঢোকা ও প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। মেন্ধরের এসডিপিও নীরজ পদ ইয়ার জানিয়েছেন অভিযান এখনও চলছে। গোটা ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ৮৫,২৬৪, মৃত্যু ১,৭৭০ জনের

ইসলামাবাদ, ৪ জুন (হি.স.): পাকিস্তানে ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫,২৬৪-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৩১,১০৪ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৩২,৯১০ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ১১, ৩৭৩, বালোচিস্তানে ৫,২২৪, ইসলামাবাদে ৩,৫৪৪, গিলগিট-বালতিস্তানে ৮২৪, আজাদ কাশ্মীরে ২৮৫।
সংক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যুও ঠেকানো যাচ্ছে না পাকিস্তানে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,৭৭০ জনের। পাক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৫৫৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৬০৭, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৫০০, বালোচিস্তানে ৫১, ইসলামাবাদে ৩৮, গিলগিট-বালতিস্তানে ১২ জন এবং আজাদ কাশ্মীরে ৭ জন মারা গিয়েছেন।

মানবিক সহযোগিতায় এগিয়ে এল যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ জুন।। লক ডাউনের ফলে পশ্চিম বাংলার কলকাতায় আটকে থাকা রাজ্যের ৮ জন যুবক যুবতী কে প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি পূজন বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে পশ্চিম বাংলা থেকে রাজ্যে ফিরিয়ে এনে দায়িত্বের সহিত জোলাইবাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে মানবিক দৃষ্টান্ত সাপন করলেন,নিজেরা রাজ্যে ফিরতে পেরে বেজায় খুশি, ও নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন পূজন বিশ্বাস সহ যুব কংগ্রেসের নেতৃত্ব দের প্রতি।

প্রাচীন বৌদ্ধ লিপি ধ্বংস করছে পাকিস্তান, অভিযোগ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.) : বৌদ্ধদের প্রাচীন স্মৃতি ও শিলালিপি পাকিস্তান ধ্বংস করছে বলে অভিযোগ করলেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়।
বৃহস্পতিবার তিনি টুইটে ছবি-সহ লেখেন, "জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পাক-অধিকৃত তথাকথিত গিলগিট-বালতিস্থানে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দের এই সব কীর্তি নষ্ট করছে পাকিস্তান।

পরিচালক বাসু চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান, শোকের ছায়া চলচ্চিত্র জগতে

মুম্বই, ৪ জুন (হি.স.): প্রয়াত হলেন কিংবদন্তী চলচ্চিত্র পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার বাসু চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকালে মুম্বইয়ে, সান্তাক্রুজের বাসভবনে ঘুমের মধ্যেই পরলোক গমন করেন বাসু চট্টোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। পারিবার সূত্রের খবর, দীর্ঘ দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে সান্তাক্রুজের বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। ইন্ডিয়ান ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ডিরেক্টরস এসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেন্ট অশোক পণ্ডিত জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালেই ঘুমের মধ্যেই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন বাসু চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যু চলচ্চিত্র জগতে অপূরণীয় ক্ষতি ।বাসু চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে চলচ্চিত্র শিল্প মহলেও নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পরিচালক মধুর ভণ্ডারকর এ দিন টুইটারে লেখেন, 'প্রবাদপ্রতিম পরিচালকের মৃত্যুতে গভীর ভাবে শোকাহত। তাঁর সুক্ষ্ম রসবোধ এবং সহজ করে ছবির গল্প বলার ক্ষমতা সারা জীবন মনে থেকে যাবে।' পরিচালক অশ্বিনী চৌধুরী লেখেন, 'রেস্ট ইন পিস বাসুদা। পরিবারের প্রতি সমবেদনা।'১৯৩০ সালে রাজস্থানের আজমের শহরে জন্ম হয় বাসু চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর পরিচালিত বিখ্যাত সিনেমাগুলি হল "সারা আকাশ", "পিয়া কে ঘর", "খাট্টা মিঠা", "চক্রব্যুহ", "বাতো বাতো মে", "জিনা ইহা","আপনে পেয়ারে"। দূরদর্শনে প্রচারিত জনপ্রিয় টিভি সিরিজ "ব্যোমকেশ বক্সী" এবং "রজনি"-ও তাঁরই পরিচালনা।

নতুন করে মৃত্যু হয়নি, ৬৮ বেড়ে রাজস্থানে করোনা-সংক্রমিত ৯,৭২০

জয়পুর, ৪ জুন (হি.স.): রাজস্থানে করোনা-প্রকোপ বেড়েই চলেছে! মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৬৮ জন। স্বস্তির বিষয় হল, নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। নতুন করে ৬৮ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯, ৭২০। বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৬৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। আক্রান্ত ৬৮ জনের মধ্যে জয়পুরে ১২ জন, ভরতপুরে ১৬ জন, চুরুতে ১২ জন, যোধপুরে ১২ জন, ছয়ের পাতায় দেখুন

"নিসর্গ"-র তাণ্ডব শেষেই প্রবল বৃষ্টি মুম্বইয়ে, পুণে-তে মৃত্যু দু"জনের

মুম্বই, ৪ জুন (হি.স.): যেমন আশঙ্কা করা হয়েছিল, তেমন তাণ্ডব সহ্য করতে হয়নি মুম্বইবাসীকে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হয়েছে ঠিকই, তবে স্থায়িত্ব ছিল প্রায় ঘন্টাখানেক। গাছ ভেঙে নষ্ট হয়েছে গাড়ি, বিদ্যুৎ পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়নি। তবে, পুণে জেলায় মৃত্যু হয়েছে দু"জনের। আহত হয়েছেন ৩ জন। শক্তি কমিয়ে এবার নিম্নচাপ পরিণত হয়েছে "নিসর্গ"। তাই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় বাণিজ্যনগরীতে।
বৃহস্পতিবার প্রবল বৃষ্টি হয়েছে মুম্বইয়ের কান্দিভালি, কালা নগর এলাকায়। প্রবল বৃষ্টিতে জল জমে যায় মুম্বইয়ের সিওন এলাকায়। মহারাষ্ট্রের থানে জেলাতেও ব্যাপক বৃষ্টি হয়, পুণে শহরেও প্রবল বর্ষণে রাস্তায় জল জমে যায়। প্রশাসন সূত্রের খবর, পুণে জেলায় ঘূর্ণিঝড় "নিসর্গ"-র তাণ্ডবে মৃত্যু হয়েছে দু"জনের। এছাড়াও আহত হয়েছেন ৩ জন। মুলশিল তালুকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে দু"টি প্রাণীর। ঘূর্ণিঝড় "নিসর্গ"-র তাণ্ডবে মুম্বইয়ের হুতামা চকে ভেঙে পড়ে গাছ। বৃহস্পতিবার সকালেও গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করেন জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা।

কেন্দ্রীয় দলের পূর্ণ সুযোগ নেওয়া হোক, আর্জি ধনকরের

কলকাতা, ৪ জুন (হি.স.): আমফান সংক্রান্ত আন্তঃ-মন্ত্রক কেন্দ্রীয় দলের সফরটিকে (জুন ৪-৬) সম্পূর্ণরূপে সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বৃহস্পতিবার তিনি টুইট করে এ কথা জানান। সেই সঙ্গে লেখেন, "মমতা প্রশাসনের রাজ্যের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের স্বার্থে কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করেই কাজ করতে হবে।'
ধনকর লেখেন, "রাজ্যের বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে মুখ্যমন্ত্রীর বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রাজ্ঞজনচিত প্রতিক্রিয়া আশা করবো।'

ত্রিপুরা অটো রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। ত্রিপুরা অটো রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস বৃহস্পতিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। আগরতলায় এউপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা সিটু্য নেতা শংকর প্রসাদ দত্ত। প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, কংগ্রেস ও টিইউজে এস জোট সরকারের আমলে অত্যাচারিত হয়ে অটো শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৯৩ সালে অটো শ্রমিকদের সংগঠন আরও শক্তিশালী হয়। অটো শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব দাবি দাওয়া আদায়ে সক্রিয় হয়ে উঠেন। স্বাভাবিক কারণেই অটো শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠা দিবসের গুরুত্ব অপরীসীম বলে উল্লেখ করেন প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।